সাঙ্কো ও ড্যাঞ্জেটি

বা

(বিচার বিভ্রাট)

সানিয়াট্, সেন ও বর্ত্তমান চীন প্রণেতা

শ্রীজ্যোতিষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণীত।

আর্য্য পাবলিশিং কোং

পি ৫৭ রসারোড, কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা মাত্র

চৈত্র—১৩২৪ সাল।

প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ
আর্য্য পাবলিশিং কোং
পি ৫৭ রসারোড
কলিকাতা।

কলিকাতা, ১৬৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
চেরি প্রেস লিঃ হইতে
আর, কে, [illegible] কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

ভূমিকা।

আধুনিক যুগের বিশ্ববিখ্যাত মামলাগুলার মধ্যে এই সাকো-ভ্যাঞ্জেটির মামলা অন্যতম। ছয় বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া মামলাটা বিচারাধীন অবস্থায় ছিল। ইহা লইয়া আমেরিকায় ও আমেরিকার বাহিরে ইউরোপে বিস্তর আন্দোলন আলোড়ন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। এমন ত কত দস্যু তস্কর খুনী প্রভৃতির ফাঁসী হইয়া যাইতেছে, অনেক সময়ে নির্দ্দোষীও পরের দোষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, তাহা লইয়া ত' বিশেষ হৈ চৈ হয় না! তবে সাকো ভ্যাঞ্জেটিকে লইয়া এত সোর গোল কেন হইল! পাঠকগণ পুস্তকটা আগাগোড়া পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন যে সাকো ভ্যাঞ্জেটির মামলাকে বিশ্ব বিশ্রুত করিয়া তুলিবার মূলে দুইটি কারণ নিহিত রহিয়াছে। সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি র‍্যাডিক্যাল দলের লোক ছিল। এই র‍্যাডিক্যাল দল ইওরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এবং সকল দলগুলির মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধের সুত্র আছে। সাকো ও ভ্যাঞ্জেটির প্রাণদণ্ড রদ্ করাইবার

জন্য আমেরিকার র‍্যাডিক্যাল দল সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ করে, সে আন্দোলন দ্রুতবেগে ইওরোপে পৌঁছে ও তথাকার বিভিন্ন দেশের র‍্যাডিক্যাল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিস্তারিত হয়। এইরূপে সাক্কো ভ্যাঞ্জেটিয় মামলটা মাসাচুসেট্ রাষ্ট্রের অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের আদালতে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির বিচার হইয়াছিল, তাহার চতুঃসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া, বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। ইহা হইতেছে প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, সাক্কো, ভ্যাঞ্জেটির বিচার ব্যাপারে মাসাচুসেট্ আদালত সম্প্রদায়-গত ও জাতিগত বিদ্বেষের এমনি বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, যে মাসাচুসেট্ রাষ্ট্রের অনেক নিরপেক্ষ ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিদের নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া গিয়াছিল, যে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জিটি বিনা অপরাধে শুধু রাষ্ট্রীয় মতবাদের জন্য ফাঁসী যাইতে বসিয়াছে, এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ কল্পে তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন এবং যাহাতে সাক্কো ভ্যাঞ্জেটির ভিতরের খবরটা জগতের লোকের গোচর হয়, তদ্বিষয়ে তিন চার বছর ধরিয়া অসাধারণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে সাক্কো ভ্যাঞ্জেটির মাম্‌লাটা জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ডিমোক্র্যাসী অভিমানী আমেরিকায়, বিদেশী বিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ, সম্প্রদায় বিদ্বেষ প্রভৃতি একান্ত ডিমোক্র্যাসী বিরুদ্ধ মনোভাব কিরূপ প্রচণ্ড তাহা এই সাকো ভ্যাঞ্জেটির মামলায় অতিশয় পরিস্ফুট, পাঠকেরা তাহা লক্ষ্য করিবেন। সুশাসন গর্ব্বী আমেরিকায় প্রকাশ্য, দিবালোকে কিরূপে লুঠতরাজ ও নরহত্যা হয় তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এসব ব্যাপারগুলা আমেরিকায় বিশেষ কিছু অসাধারণ ঘটনা নহে, নিত্যনৈমিত্তিক বলিলেই চলে। ইতি—

১১১।১ লেকরোড্,
কলিকাতা

শ্রীজ্যোতিষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১। ভাস্কোটি----

সাকি

সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি
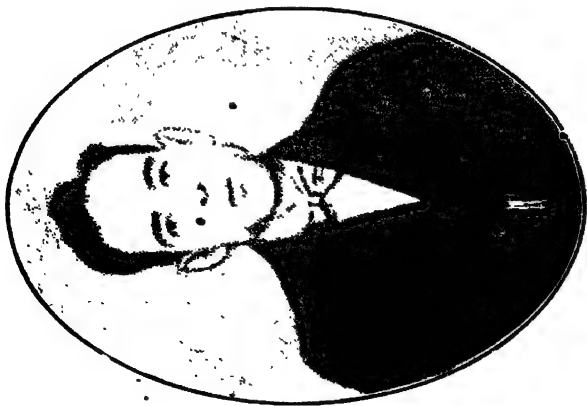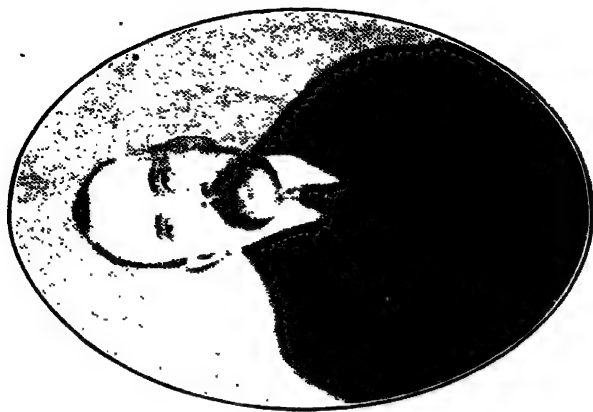
প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেকেই জানেন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য একচল্লিশটী ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সমবায়ে গঠিত। এই রাজ্যসমূহের অন্যতম মাসাচুসেট্‌স্‌ রাজ্য আত্‌লান্তিক মহাসাগরের তটপর্য্যন্ত বিস্তৃত. এই রাজ্যের সাউথ ব্রেণট্রি নামক নগরে স্লেটার এণ্ড মরিল নামে এক জুতার কারখানা আছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল, অপরাহ্ন প্রায় তিন ঘটিকার সময় উক্ত জুতার কারখানার খাজাঞ্চি পার্‌মেণ্টার্‌ ও তাহার দেহরক্ষী বেবার্‌ডেলি কারখানার অফিস-গৃহ হইতে সাউথ ব্রেণট্রির প্রধান সড়ক দিয়া কারখানায় যাইতেছিল, সঙ্গে তাহাদের দুইটী বাক্স, কর্ম্মচারীদের বেতন দিবার জন্য নোটপূর্ণ। রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ উক্ত দুইজন বন্দুকের গুলিতে হত হয়। হত্যাকাণ্ড ঘটিতেছিল, সেই সময়ে কয়েকজন আরোহীসমেত একটা মোটরগাড়ী সেই স্থানে আসিয়া লাগিল। হত্যাকারীরা

বাক্স দুইটী মোটরগাড়ীর মধ্যে ফেলিয়া নিজেরা তাহাতে উঠিয়া বসিলে, মোটরগাড়ীটা দ্রুতবেগে নিকটবর্ত্তী রেল-লাইন পার হইয়া পলায়ন করিল। দুই দিন পরে উক্ত মোটরগাড়ীটাকে হত্যাস্থলের কিছু দূরে এক বনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। মোটরটা যেখানে পড়িয়াছিল সেখান হইতে অন্য একটা ছোট মোটরগাড়ীর চলিয়া যাওয়া জনিত চাকার চিহ্ন পাওয়া গেল। এই ব্রেণট্রি মোটর ডাকাতির সমসময়ে পুলিশবিভাগ নিকটবর্ত্তী ব্রিজ্ওয়াটার সহরে সংঘটিত একই প্রকারের আর একটী ডাকাতি ব্যাপারের তদন্ত করিতেছিল। উভয় ঘটনাতেই ডাকাতের দল লিপ্ত ছিল। উভয় স্থলেই ডাকাতরা মোটর গাড়ী করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, উভয় ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শীদের দুষ্কৃতকারীদিগকে ইতালিয়ান্ (ইতালীর অধিবাসী) বলিয়া মনে হইয়াছিল। ব্রিজ্ওয়াটার ডাকাতি ব্যাপারে মোটরগাড়ীটা ঘটনাস্থান হইতে কচেসেট্ অভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছিল, এই সূত্র ধরিয়া ব্রিজ্ওয়াটারের পুলিশ প্রধান ষ্টুয়ার্ট কচেসেট্এ এমন একজন ইতালিয়ানের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন, যে ব্যক্তি মোটরগাড়ীর মালিক অথবা চালক। এই সময়ে ব্রেণট্রি হত্যাকাণ্ড ঘটে। পুলিশ প্রধান ষ্টুয়ার্ট ঈপ্সিত ব্যক্তির সন্ধান পাইল। তাহার

নাম বোডা, তাহার মোটরগাড়ীটা তখন একটা গ্যারেজে মেরামতের অপেক্ষায় পড়িয়া ছিল। গ্যারেজের স্বত্বাধিকারী মিঃ জন্‌সন্‌কে ষ্টুয়ার্ট্‌ শিখাইয়া দিল, কোনও ব্যক্তি মোটরটী চাহিতে আসিলেই যেন পুলিশকে টেলিফোনে সংবাদ দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের ফলে ষ্টুয়ার্ট্‌ জানিতে পারিল যে, বোডা কচেসেট্‌এ কোয়াক্‌সি নামধেয় এক চরমতন্ত্রীর (র‍্যাডিক্যাল) সঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে। এই সময়ে যুক্তরাজ্যের বিচার-বিভাগের আদেশানুসারে ষ্টুয়ার্ট্‌ 'রেড'দের (অর্থাৎ যে সব বৈদেশিক বলশেভিজম্‌ মতাবলম্বী) গ্রেপ্তার করিয়া আমেরিকা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। 'রেড' কোয়াক্‌সির বিরুদ্ধে নির্ব্বাসন সম্পর্কে আদালতে একটা মামলা চলিতেছিল, সেই মামলার শুনানীতে সে হাজির না হওয়ায়, কারণ জানিতে ষ্টুয়ার্ট্‌ ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল, অর্থাৎ ব্রেণট্রি হত্যার পরদিবস, কোয়াক্‌সির বাসায় উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া ষ্টুয়ার্ট্‌ দেখিল, কোয়াক্‌সি একটা ট্রাঙ্ক গুছাইতেছে এবং অবিলম্বে ইতালী প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তখন কোয়াক্‌সির ট্রাঙ্ক গোছানো ও ইতালী ফিরিয়া যাইবার ব্যস্ততার মধ্যে ষ্টুয়ার্ট কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পায় নাই। কিন্তু পরে যখন

হত্যা গাড়ীটার নিকটে অন্য একটা ছোট গাড়ীর চলিয়া যাইবার চিহ্ন পাওয়া গেল, তখন ষ্টুয়ার্ট্ অনুসন্ধান করিল যে, সেই ছোট গাড়ীটা বোডার।

তাহার পর যখন সে জানিল, বোডা কোয়াক্‌সির সঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে, তখন কোয়াক্‌সির ট্রাঙ্ক গোছানো, তাহার ইতালী ফিরিবার ব্যস্ততা এবং তাহার সত্য সত্যই ইতালী গমন, এই সব ব্যাপারের সঙ্গে ব্রেণট্রি হত্যার একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া ষ্টুয়ার্ট্ স্থিরনিশ্চয় করিল; আর এরূপ অনুমানও করিল যে, কোয়াক্‌সির ট্রাঙ্কটায় লুঠের মাল ছিল। অর্থাৎ ষ্টুয়ার্ট্ ব্রিজওয়াটার ও ব্রেণট্রি, এই উভয় স্থানের ডাকাতি দুইটার একই দলের কাজ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ষ্টুয়ার্ট্ আরও সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল যে, বোডার সঙ্গী কোয়াক্‌সি লুঠের টাকা লইয়া ইতালী পলায়ন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইতালিয়ান্ পুলিশ, কোয়াক্‌সি ইতালী পৌঁছিলে, তাহার ট্রাঙ্কটা পরীক্ষা করিয়া তাহাতে বিশেষ কিছুই পায় নাই। যাহাই হউক, এদিকে ষ্টুয়ার্ট্, তাহার মাথায় যে একটা ঢুকিয়াছিল যে, উভয় স্থানের ডাকাতি একই দলের কার্য্য, এবং যে কেহ জনসনের গ্যারেজে বোডার গাড়ীটা চাহিতে আসিবে, সে ব্যক্তি ব্রেণট্রি হত্যার সহিত কোনও না কোন

ভাবে. জড়িত, এই ধারণা অনুসারে ডাকাতির তদন্ত চালাইতে লাগিল। ৫ই মে তারিখে সন্ধ্যার সময় সত্য সত্যই বোডা ও অপর তিনজন ইতালিয়ান জন্‌সনের গ্যারেজে উপস্থিত হইল। পুলিশের পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে জন্‌সন্‌-গৃহিণী এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া, পুলিশকে টেলিফোন করিল।

মোটর গাড়ীটা কোন কারণে না পাইয়া বোডা প্রমুখ ইতালিয়নরা চলিয়া গেল। ইহাদের মধ্যে দুই জন সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি রাস্তায় একটা ভাড়াটে মোটর চাপিয়া ব্রকটন্ রওয়ানা হইল, অপর দুইজন বোডা ও আর্‌সিয়ানি একটা মোটর সাইকেল চড়িয়া স্থান ত্যাগ করিল। সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি ভাড়াটে মোটরে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়। আরসিয়ানি পরদিন গ্রেপ্তার হইল, আর বোডার কোন ও সন্ধানই পাওয়া গেলনা।

ষ্টুয়ার্টের অনুমান, যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটী ডাকাতি একই দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত, টিকিলনা। তদন্তে ফলে জানা গেল, আর্‌সিয়ানি দুইটী ঘটনার দিন নিজের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সাকো ষ্টাউটনস্থ এক জুতার দোকানে কাজ করিত, ১৫ই এপ্রিল সে একদিনের ছুটি লইয়াছিল। কাজেই তাহাকে ব্রিজ্

ওয়াটার ডাকাতিতে অভিযুক্ত করা গেল না বটে, কিন্তু ব্রেণট্রি হত্যাকাণ্ডে তাহাকে সংস্পৃষ্ট করা হইল। ভ্যাঞ্জেটি প্লাইমাউথ এ মাছ ফিরি করিত তাহার মনিব, ডাকাতি দুইটী ঘটিবার সময় ভ্যাঞ্জেটি যে অন্যত্র ছিল (অর্থাৎ ডাকাতির স্থান হইতে) এরূপ কোনও প্রমাণ দর্শাইতে অক্ষম হওয়ায়, ভ্যাঞ্জেটি দুইটী ডাকাতিতেই অভিযুক্ত হইল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি, ব্রেণট্রির হত্যাপরাধে যথারীতি অভিযুক্ত হইল এবং ১৯২১সালের ৩১শে মে তারিখে, নরফোক কাউন্টির ডেড্হাম্ সহরে তাহাদের বিচার আরম্ভ হইল।

এই বিচারে যে জুরী গঠিত হইল, তাহার কতকাংশ ছিল এই সহরের কয়েকজন অবস্থাপন্ন অধিবাসী। বিচারক ছিলেন ওয়েব্ষ্টার কেইয়ার। অভিযুক্ত ইতালিয়ান্দের তরফে উকিল ছিলেন ফ্রেড এইচ মুর্। মুর্ নিজেই একজন চরমতন্ত্রা ছিলেন, এবং তাহার ব্যবহার ও ছিল চরমতন্ত্রীদের পক্ষে ওকালতি করা।

সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বলিত, ইংরেজীতে যে সব প্রশ্ন করা হইত, অনেক সময় ভাল বুঝিতে পারিত না, অথবা ভুল বুঝিত। এইজন্য আদালত

হইতে একজন দ্বিভাষী বহাল হয়। পরে এই দ্বিভাষীটীর সাধুতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায়, প্রতিবাদী পক্ষ হইতে অন্য একজন দ্বিভাষী নিযুক্ত হয়। বিচার চলিয়াছিল প্রায় সাত সপ্তাহ, এবং ১৯২১ সালের ১৪ই জুলাই, সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি হত্যাকাণ্ডে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই গেল সাক্কো ভ্যাঞ্জেটি ব্যাপারের মোটা মুটি কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচার আরম্ভ হইবার সময় দুইটী বিষয় স্থিরনিশ্চিত ছিল :—প্রথম বিষয়, ডাকাতিটা সচরাচর যেমন ঘটিয়া থাকে, বেতন লুঠ ও লুঠের চেষ্টায় খুন, সেই শ্রেণীর ; দ্বিতীয় বিষয়, পার্‌মেণ্টোর বেরারডেলিকে খুন করা হইয়াছে। যত গোল বাধিল হত্যাকারীদের সনাক্তী করণ লইয়া। সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি কি পারমেণ্টার ও বেবার ডেলির দুইজন আততায়ী অথবা তাহারা আততায়ী নহে, ইহাই হইল বিচারের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মীমাংসার মূল বিষয়।

ম্যাস্যাচুসেট্‌স্‌ এর সরকার পক্ষে ঊনষাট্‌জন লোক সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং প্রতিবাদীদের পক্ষে নিরানব্বইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছিল। সরকারীপক্ষের সিদ্ধান্ত হইতেছিল, গুলি ছুড়িবার আসল কাজটা করে—স্যাক্কো, এবং ভ্যাঞ্জেটি হত্যাষড়্‌যন্ত্রে তাহার সহকারীদের, একজন হইয়া গাড়াতে বসিয়া ছিল। সরকারী সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল যে, ১৫ই এপ্রিলের প্রাতঃকালে তাহারা উভয়

প্রতিবাসীকেই সাউথ ব্রেণট্রিতে দেখিয়াছিল; আর, যে ব্যক্তি দেহরক্ষী বেরারডেলিকে গুলি করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সাক্কোকে যে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ, সাক্ষীরা একথা ও বলিল। বিশেষজ্ঞরা সাক্ষ্য দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল যে, বেরারডেলির দেহে যে—চারিটা গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে একটী গুলির সঙ্গে, সাক্কোর নিকট গ্রেপ্তারের সময় যে কোল্ট পিস্তার পাওয়া যায়, সেই পিস্তলের সম্বন্ধটা ঘনিষ্ট, অর্থাৎ সেই পিস্তল নিক্ষিপ্ত একটা গুলি বেরারডেলির দেহভেদ করিয়াছিল। ভ্যাঞ্জেটি সম্বন্ধে সরকারী সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল যে সে খুনে গাড়ীটায় বসিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রতিবাসীদের ব্যবহার, অর্থাৎ গ্রেপ্তারের সময় তাহাদের নিকট হইতে পিস্তল পাওয়া, এবং তাহারা যে তখন মিথ্যা কথা বলিয়া ছিল, এবম্প্রকার ব্যবহারকেও সরকার পক্ষ প্রতিবাসীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য রূপে খাড়া করিলেন। অর্থাৎ প্রতিবাসীরা নিজেদের অপরাধী জানে বলিয়াই সঙ্গে পিস্তল রাখিয়াছিল এবং মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, সুতরাং পিস্তল রাখা এবং মিথ্যা কথা বলা, এ দুইটা ব্যাপার তাহাদের অপরাধের প্রমাণ।

প্রতিবাদীদের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা সরকারী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের মতই আততায়ীদিগকে দেখিবার স্থবিধা পাইয়াছিল ; তাহারা সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা যে লোকদের দেখিয়াছিল প্রতিবাদীরা সে লোক নহে। অপরাপর সাক্ষীদের সাক্ষ্যেও প্রমাণিত হইল যে, সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি হত্যাকাণ্ডের সময় অন্যত্র ছিল। সাক্কো বলিয়াছিল, ১৫ই এপ্রিল, অর্থাৎ যে দিন সে কাজ হইতে একদিনের ছুটি লইয়াছিল,—সে দিন সে ইতালী যাইবার ছাড়পত্র যোগাড়ের চেষ্টায় বোষ্টন সহরে গিয়াছিল। কয়েকজন সাক্ষী সাক্কোর এই কথার সমর্থন করিল। ইতালিয়ান্ দৌত্যের একজন কর্ম্মচারীও সাক্ষ্য দিলেন যে, উক্ত দিবস বিকাল দুইটা পনের মিনিটের সময় সাক্কো তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিল। এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে, হত্যা ব্যাপারে সাক্কোর জড়িত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিতে পারিত না। ভ্যাঞ্জেটি বলিয়াছিল যে, ১৫ই এপ্রিল, সে প্রতিদিনের মত তাহার মৎস্য বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত ছিল, এ কথা তাহার সেদিনকার কয়েকজন খরিদ্দারের দ্বারা সত্য বলিয়া সমর্থিত হইল।

সরকার এবং প্রতিবাদী, উভয় পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের উপরি উক্ত বিবরণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে,

যে সকল সাক্ষীরা সাকো ও ভ্যাঞ্জেটিকে ১৫ই এপ্রিল দিবসে ট্রেণটিতে দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদের সাক্ষ্যের বিশ্বস্ততার উপর মামলাটী মুখ্যরূপে নির্ভর করিতেছিল। এখন দেখা যাউক উক্ত সাক্ষীরা কিরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল।

সাকোর সম্বন্ধে সাক্ষ্য :—সাকোকে হত্যার সময় মোটরগাড়ীতে অথবা সেই স্থলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এই মর্ম্মে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহারা সংখ্যায় পাঁচজন; তাহাদের নাম যথাক্রমে, মেরি ই স্প্লেন, ফ্রান্সেস্ ডেভ্‌লিন্, লোলা এন্ড্রস্, লুইস্ পেল্‌জার্, কার্‌ল্‌স্ ই- গুড্‌রিজ্।

১। স্প্লেন ও ডেভ্‌লিন্, স্লেটার এণ্ড মরিল কার- খানার দোতলায় এক সঙ্গে কাজ করিতেছিল, সে ঘরটার একদিকের জানালাগুলা দিয়া রেল লাইনের উপর যাতা- য়াতের পথটী দৃষ্টিগোচর হয়। উভয়েই বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া জানালার কাছে দৌড়াইয়া গেল এবং দেখিতে পাইল একটা মোটরগাড়ী রেল-লাইন পার হইতেছে। স্প্লেন এই ধাবমান মোটরগাড়ীর আরোহীদের মধ্যে একজন বলিয়া সাকোকে সনাক্ত করিয়াছিল। এই সনাক্তীকরণের স্বরূপটা একবার দেখা যাউক। স্প্লেন

যে জানালায় দাঁড়াইয়াছিল তাহার খাট হইতে আশী ফিট্ দূর দিয়া মোটর-গাড়ীটা ঘণ্টায় ১৫ হইতে ২০ মাইল বেগে ছুটিতেছিল ; স্প্লেন সেই দ্রুতগামী মোটরের মধ্যে উপবিষ্ট অদৃষ্টপূর্ব্ব এক ব্যক্তিকে ক্ষণিকের জন্য, প্রায় দেড় হইতে তিন সেকেণ্ডের জন্য দেখিতে পাইয়াছিল। সাক্ষ্য প্রদান কালে স্প্লেন বলিল ঃ—

যে লোকটাকে মোটর-গাড়ীর সাম্‌নের সিট্ ও পিছনের সিটের মাঝখানে অবস্থিত দেখা গেল সে লোকটা সাক্ষীর (অর্থাৎ স্প্লেন) অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। তাহার ওজন হইবে আন্দাজ ১৪০ পাউণ্ড হইতে ১৪৫ পাউণ্ডের মধ্যে। তাহাকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ বলিয়া বোধ হইল। তাহার বাঁ হাতটা বেশ পুষ্ট, ইত্যাদি।

প্রশ্ন—যে হাতটির কথা তুমি বলিলে সেটা কোথায় ছিল দেখলে ?

উত্তর—বাঁ হাতটা সম্মুখের সিটের উপর ছিল। তাহার গায়ে ছিল ধূসর রঙ্গের জামা, সেটাকে শার্ট বলিয়াই মনে হইল। তাহার কপালটা বেশ চওড়া ছিল। তাহার মাথার চুল পিছনদিক্ করে আঁচরানো, আর চুল গুলি, আমার মনে হয়, লম্বায় দুই থেকে আড়াই ইঞ্চির মধ্যে। তাহার ভ্রূ কালো, কিন্তু গায়ের রঙ্ ফর্‌সা।

প্র—যে লোকটার কথা বলছ তাকেই কি তুমি ব্রকটনে দেখেছিলে ?

উ—তাকেই।

প্র—ঠিক করে বলছ ?

উ—নিশ্চয়।

দেড় বা দুই সেকেণ্ডের জন্য একটী সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া অমানুষিক শক্তির কাজ, কিন্তু আসলে ইহার কারণ ছিল। সাক্কোকে গ্রেপ্তারের পর স্পে্নের নিকট সম্পূর্ণ একাকী সনাক্ত করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। পুলিসের নিয়ম হইতেছে, অপরাধীকে অন্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে মিশাইয়া সাক্ষীর সম্মুখে হাজির করা, সেই লোকগুলার মধ্য হইতে সাক্ষীকে আসল অপরাধী খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু সাক্কোর বেলায় পুলিশ সে নিয়ম ভঙ্গ করিল। ইহা সত্ত্বেও, হত্যাকাণ্ডের তিন সপ্তাহ পরে স্পে্ন সাক্কোকে সনাক্ত করিতে পারে নাই, বলিয়াছিল মোটর গাড়ীর লোকদের সে এমন করিয়া দেখিবার সুবিধা পায় নাই, যাহাতে সাক্কোকে তাহাদের একজন বলিয়া সনাক্ত করিতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার একবৎসর পরে (ইহার মধ্যে সাক্কোকে সে আর দেখে নাই) বিচারের সময় যখন স্পেন্নকে প্রশ্ন করা হইল সাক্কোকে সে খুনে গাড়ীটার আরোহী বলিয়া চিনিতে পারে কি না, তখন সে দৃঢ়তা সহকারে বলিল যে, সাক্কোকে সে অবিকল সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারে। ইহার কারণ হইতেছে, পুলিশ সাক্কোকে কয়েকবার সম্পূর্ণ একাকী স্পেন্নের নিকট সনাক্তের জন্য লইয়া গিয়াছিল, এবং আদালতেও সাক্কোকে স্পেন্নের সম্মুখে বসান হইয়াছিল কাজেই স্পেন্ন এই কয়েক-বারে সাক্কোকে উত্তমরূপে দেখিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল, ফলে সে সাক্কোর অবয়বাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তথাপি স্পেন্নের বর্ণনার মধ্যে ভুল ছিল—যথা, সাক্কোর বাঁ হাতটাকে স্পেন্ন বলিয়াছিল বেশ বৃহৎ, আসলে কিন্তু সে হাতটা ছিল সাধারণ আকারের অপেক্ষা ছোট। বিচারের সময়, একবার একটা লোককে দেখান হইলে স্পেন্ন তাহাকে তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট খুনে-মোটরের আরোহী বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সে লোকটা ১৫ই এপ্রিল তারিখে হাজত খাটিতেছিল।

২। হত্যার একমাস পরে ডেভলিনকে যখন সাক্কোকে সনাক্ত করিতে বলা হইল, তখন সে বলিল—

মোটরের পিছনকার সিট্‌এ দাঁড়িয়ে যে লোকটা গুলি চালাচ্ছিল এই লোকটা (সাকো) অনেকটা তার মত দেখতে

প্র। তুমি কি নিশ্চয় করে বলছ যে, এ লোকটা সেই লোক ?

উ। নিশ্চয় করে বলছি না।

ইহার একবৎসর পরে, বিচারকালে, "এই লোকটাকে সেই মালে-গাড়ীর উপর হইতে গুলি নিক্ষেপকারী লোক বলিয়া সনাক্ত করিতে কি কখনও তোমার সন্দেহ হইয়াছে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে ডেভ্‌লিন অম্লান বদনে উত্তর করিল "না"। যে ব্যক্তিকে সে একবৎসর আগে সনাক্ত করিতে দ্বিধা করিতেছিল, একবৎসর পরে তাহাকে সে অনায়াসে সনাক্ত করিতে পারিল।

স্প্লেন ও ডেভ্‌লিন এই দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য যে কতদূর অপ্রামাণিক তাহা বুঝিবার জন্য আইনজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন করে না। অকস্মাৎ দুইজন লোক খুন হওয়া, তাহার ফলে চতুর্দ্দিকে একটা বিষম হট্টগোল ও আতঙ্ক, সেই অবস্থার মধ্যে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিগোচর করিয়া পরে সেই লোকটার যথাযথ রূপ বর্ণন করা যে কিরূপ অসম্ভব

ব্যাপার তাহা বুঝিতে খুব বেশী আইন বিদ্যার প্রয়োজন হয় না।

এই চকিত দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া যথাযথ সনাক্ত করা যে কিরূপ অসঙ্গত ব্যাপার, ফারগুসন ও পিয়ার্স নামক দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যে তাহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত দুই ব্যক্তি, স্প্লেন ও ডেভলিন কারখানার যে তলায় কাজ করিতেছিল, তাহার ঠিক উপরের তলার জানালা হইতে পলায়মান মোটর গাড়ীটাকে দেখিতে পাইয়াছিল। স্প্লেন ও ডেভলিন মোটর গাড়ীটাকে দেখিবার যতটা সুবিধা পাইয়াছিল, ফারগুসন ও পিয়ার্সের পক্ষেও অবিকল সেই সুবিধা বিদ্যমান ছিল তথাপি তাহারা কোনক্রমেই সাক্কোকে সনাক্ত করিতে পারিল না।

..। পেলজার নামে উক্ত জুতার দোকানের এক ছোকরা মিস্ত্রি আদালতে শপথ করিয়া বলিল যে, বন্দুকের আওয়াজ শুনিবামাত্র সে জানালা উঠাইয়া বাহিরে চাহিয়া বেরারডেলির হত্যাকারীকে দেখিতে পাইল।

প্র—জানালায় তুমি কতক্ষণ ছিলে?

উ—প্রায় এক মিনিট।

এই এক মিনিটের দেখার জোরে, পেলজার সাক্কোকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল যে, যে লোকটা বেরারডেলিকে

গুলি করিয়াছিল, সাকোর চেহারা অবিকল তাহার মত।

জেরার মুখে পেল্‌জার স্বীকার করিল, গ্রেপ্তারের পরেই ৬ই ৭ই মে তারিখে, সাকোকে সনাক্ত করিতে বলায় সে একেবারেই সনাক্ত করিতে পারে নাই। অথচ ১৯২১ সালের জুন মাসে, অর্থাৎ এক বৎসর পরে, ইহার মধ্যে সাকোকে আর একবারও না দেখিয়া, সে আদালতে বলিল যে সাকোর আকৃতি বেরার ডেলির হত্যাকারীর মত।

পেল্‌জার যে বাস্তবিক বেরারডেলির হত্যাকারীকে চিনিয়া রাখিতে পারে নাই, এ কথা তাহার তিনজন সহ-কর্ম্মীর সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন হইল। পেল্‌জার যে ঘরে কাজ করিতেছিল সে ঘরে আরও তিনজন লোক কাজ করিতে-ছিল। তাহাদের দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া জানালা উঠানো দূরে থাক্, পেল্‌জার একটা বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া পড়িয়াছিল। অপর জন প্রশ্নের উত্তরে বলিল, তাহার সঙ্গে পেল্‌জারের যে কথাবার্ত্তা হয় তাহাতে পেল্‌জার বলিয়াছিল সে কাহাকেও দেখিতে পায় নাই।

অথচ এই পেলজারের সৎসাহস ও স্পষ্টবাদিতার অজস্র প্রশংসা করিয়া, জিলা এটর্ণি (অর্থাৎ সরকারী

উকিল) মিঃ কাজ্‌ম্যান, জুরীকে তাহার সাক্ষ্য খুব প্রয়োজনীয়রূপে বিবেচনা করিবার উপদেশ দিলেন।

৪। লোলা এণ্ড্রুস্ নামে জনৈক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক সাক্ষ্যদানকালে বলিল যে, হত্যাকাণ্ডের দিবস বেলা প্রায় এগারটার সময় মিসেস্ ক্যাম্পবেল নাম্নী স্ত্রীলোকের সঙ্গে শ্লেটার এণ্ড মরিল কারখানায় কর্ম্মের সন্ধানে আসিয়াছিল। কারখানায় ঢুকিবার আগে সে দেখিল রাস্তায় একটা মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া, তাহার মধ্যে একজন ছিপ্‌ছিপে গড়নের লোক বসিয়া, আর একজন ময়লারঙের লোক মোটরহুডের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। কারখানার ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাহারা দেখিল ময়লারঙের লোকটা গাড়ী তলে পড়িয়া কি করিতেছে, তাহাকে লোলা এণ্ড্রুস্ অপর একটা কারখানা যাইবার রাস্তা জিজ্ঞাসা করায় সে লোকটী রাস্তা বলিয়া দিল। লোলা এণ্ড্রুস ও উক্ত লোকটার মধ্যে মাত্র এইটুকু বাক্যালাপ হইয়াছিল। সাক্কোর গ্রেপ্তারের পর এণ্ড্রুসকে যখন ডেড্‌হাম জেলে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সে সাক্কোকে পূর্ব্বোক্ত ময়লারঙের লোক বলিয়া সনাক্ত করিল। বিচারকালেও সাক্কোকে সে সনাক্ত করিল। মোটর গাড়ী এবং তাহার ময়লারঙের লোকটাকে এণ্ড্রুস যখন দেখিয়াছিল, তাহার চার ঘণ্টা

পরে হত্যাকাণ্ড ঘটে। সুতরাং এণ্ড্রুস কোন সূত্রে কালো লোকটীকে হত্যাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করিল ? এ প্রশ্নের উত্তরে এণ্ড্রুস বলিল—"আমি যখন গুলি করার খবর শুন্‌লাম, তখন যে কালো লোকটাকে মোটর গাড়ীতে দেখেছিলাম তাকেই কেমন কোরে হত্যায় লিপ্ত বলে আমার মনে হল।"

চারজন বিশ্বস্ত সাক্ষী এণ্ড্রুসের সাক্ষ্যকে একেবারে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দিল। প্রথম সাক্ষী মিসেস্ ক্যাম্পবেল।

মিসেস ক্যাম্পবেল নাম্নী এক বর্ষীয়সী মহিলা ঘটনার সারাক্ষণ এণ্ড্রুসের সঙ্গে ছিল, সে বলিল, কারখানার সম্মুখে একটা মোটর দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু যে লোকটা মোটর গাড়ী তলে ছিল তাহাকে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল আর একজনকে, সে লোকটা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার পরণে ছিল খাকিরঙের পোষাক।

দ্বিতীয় সাক্ষী হ্যারি কারলান্স্‌কাই নামক এক ব্যক্তি হ্যারির সঙ্গে লোলা এণ্ড্রুসের চেনাশুনা প্রায় সাত আট বৎসরের। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিনের ঘটনা হ্যারি বিবৃত করিল। "আমি আমার দরজার বসে

আছি, এমন সময় দেখি লোলা এণ্ড্রুস যাচ্ছে। আমি তাকে ডেকে বল্‌লাম 'লোলা, তোমায় যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' সে বল্‌লে 'হাঁ, ওরা আমায় জ্বালিয়ে মার্‌ছে, এই মাত্র আমি জেল থেকে ফির্‌ছি।" "কি, জেলে কি কর্ত্তে গিয়েছিলে ?" সে বল্‌ল 'সরকারের লোক আমায় জেলে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে সেই লোকগুলোকে আমায় দিয়ে চেনাতে চায়। আমি তাদের বিন্দুবিসর্গও জানিনে, তাদের কখনো দেখিনে, তাদের চিন্‌তে পারিনে।" ইত্যাদি তৃতীয় সাক্ষী কে নামক একজন পুলিশম্যান। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এণ্ড্রুস্ পুলিশের নিকট নালিশ করে যে, কে একজন লোক তাহার ঘরে আসিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া গিয়াছে। ফে নামক একজন পুলিশম্যান উক্ত ব্যাপারের তদন্তে নিযুক্ত হয়, সে এণ্ড্রুস্‌কে জিজ্ঞাসা করে যে, যে লোকটা তাহাকে মারিয়াছিল সে লোকটাকে ব্রেণট্রির ডাকাত দলের কোনও লোক বলিয়া মনে হয় কি না। এণ্ড্রুস্ উত্তর দিয়াছিল, সে ব্রেণট্রির ডাকাতদের মুখ দেখে নাই, সুতরাং সে বলিতে পারে না, যে লোকটা তাহাকে মারিয়াছিল সে লোকটা সেই ডাকাত্-দের কেহও কি না। ইত্যাদি ফে লোলার সঙ্গে তাহার কথোপকথনের বৃত্তান্ত আদালতে বলিল।

চতুর্থ সাক্ষী ল্যাব্রেকোয়ে নামক একজন সংবাদপত্র-সেবী। ল্যাব্রেকোয়ে সাক্ষ্য দিল যে, ফের সহিত লোলা এণ্ড্রুসের যেরূপ কথোপকথন হয়, তাহার সহিতও ঠিক সেই মর্ম্মে লোলার কথোপকথন হইয়াছিল।

উপরের চারিজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মিসেস্ লোলা এণ্ড্রুসের সাক্ষ্য অসঙ্গতি ও অপলাপ দোষে কি পরিমাণ দুষ্ট। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যাইল না।

জিলা এটর্ণি মহোদয়, মিঃ কাজ্‌ম্যান্ লোলার অশেষ গুণগান করিলেন, বলিলেন এমন বিশ্বস্ত সাক্ষী তিনি তাঁহার এই সুদীর্ঘকালের চাকুরীর মধ্যে আর একটীও দেখেন নাই, উপরন্তু লোলার সাক্ষ্য জুরীকে বিচার করিয়া দেখিতে বলিলেন।

৫। কার্‌ল্‌স্ ই গুড্‌রিজ শপথ করিয়া বলিলেন, যে, যখন বন্দুকের আওয়াজ হয় তখন সে সাউথ ব্রেণট্রির এক জুয়ার আড্ডায় ছিল। গুলির শব্দে বাহিরে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে সে দেখিল একটা মোটর গাড়ী তাহার দিকে আসিতেছে, মোটর গাড়ীটা কাছে আসিলে তাহার মধ্যে উপবিষ্ট একটা লোক তাহার দিকে বন্দুক তুলিয়া ধরিতে সে জুয়ার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। সাতমাস

পরে সাক্কোকে সে সেই বন্দুকধারী ব্যক্তি বলিয়া সনাক্ত করিল, বিচারালয়েও সাক্কোকে সে সনাক্ত করিল।

চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের গুড্‌রিজের সনাক্তীকরণের অশেষ গলদ বাহির হইয়া পড়িল।

প্রথম সাক্ষী এণ্ড্রু ম্যাঙ্গ্যানারো, ইহার কাছে গুডরিজ চাকুরী করিত। ঘটনার এক ঘণ্টা পরে গুডরিজ তাহার মনিবের নিকট উক্ত দাঙ্গার গল্প করে, কিন্তু তখন কাহাকেও চিনিতে পারে এমন কোনও কথা বলে নাই। পরে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির গ্রেপ্তার সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে, ম্যাঙ্গ্যানারো তাহার সাউথ ব্রেণট্রির দোকানে গিয়া মিঃ গুড্‌রিজকে বলিল যে, পুলিশ যে লোকগুলাকে ধরিয়াছে তাহাদের গুডরিজ চিনিতে পারে কিনা, তাহার সেস্থলে যাইয়া দেখা উচিত।

প্র। সে কি বলিল ?

উ। সে বল্‌ল যে, বন্দুক দেখে সে এত ভড়কে গিয়েছিল যে সে সটান ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। মোটর গাড়ীর সওয়ারদের মুখ তার মনে থাকা সম্ভব নয়।

আরও তিন জনের সঙ্গে গুড্‌রিজের উক্ত দাঙ্গাবিষয়ক কথাবার্ত্তা হয়, তাহাদের কাছে সে বলিয়াছিল যে, মোটর আরোহীদের সে চিনিয়া রাখিতে পারে নাই।

এ-সব ছাড়াও, গুডরিজের সাক্ষ্যে আর একটী গুরুতর আপত্তি ছিল। যে সময়ে গুডরিজ সাক্ষী হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে এক চুরী অপরাধে তাহার মেয়াদের ব্যবস্থা হইতেছিল। সরকারী সাক্ষীরূপে দাঁড়াইবামাত্র তাহার মেয়াদ দণ্ড মুলতুবী হইয়া গেল, বিচারের পরে আরও জানা গেল, গুডরিজ অন্য এক রাজ্য হইতে পলাইয়া ছদ্মনামে সাউথ ব্রেণট্রিতে বাস করিতেছিল। গুডরিজের ন্যায় একজন দাগী লোক আসন্ন দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় যে পুলিশের হইয়া দুই চারিটা মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই মর্ম্মে প্রতিবাদী পক্ষের উকিল গুডরিজের সাক্ষ্য সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে, বিচারক থেইয়ার সে আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন।

ভ্যাঞ্জেটির বিরুদ্ধে দুইজন সরকারী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা ভ্যাঞ্জেটিকে খুনে গাড়ীটার অন্যতম আরোহী বলিয়া চিনিতে পারিবার দাবী করিল। ইহাদের নাম যথাক্রমে হ্যারি ই ডল্‌বেয়ার ও লেভ্যাঙ্গি।

১। ডল্‌বেয়ার সাক্ষ্য দিল যে, ১৫ই এপ্রিল তারিখে সকাল দশটা হইতে ১২টার মধ্যে, সাউথ ব্রেণটি তে তাহার

পাশ দিয়া একটা মোটর গাড়ী চলিয়া যায়, তাহাতে পাঁচ-জনের একজন বলিয়া সনাক্ত করিল।

মোটরের মধ্যে আর যাহারা বসিয়া ছিল তাহাদের কোনওরূপ বর্ণনা ডল্‌বেয়ার পারিল না।

২। লেভ্যাঙ্গি রেলরাস্তার গেট রক্ষকের কাজ করিত। হত্যাকাণ্ডের দিন তাহার কাজ পড়িয়াছিল, সাউথ ব্রেণ্ট্রির রাস্তা যেখানে রেল লাইন অতিক্রম করিয়াছে সেখানকার গেটে। সে জবানবন্দীতে বলিল, ট্রেণ আসিবার পূর্ব্বে, যথানিয়মে সে গেট নামাইতে যাই-তেছে এমন সময় সেই খুনে গাড়ীটা গেটের কাছে আসিয়া পড়িল এবং গাড়ীর ভিতরের একজন লোক তাহার দিকে রিভল্‌ভার উদ্যত করিয়া গেট নামাইতে নিষেধ করিল। সে ভয়ে গেট নামাইতে বিরত হইলে মোটর গাড়ীটা রেল লাইন পার হইয়া চলিয়া গেল। লেভ্যাঙ্গি ভ্যাঞ্জেটিকে উক্ত মোটর গাড়ীর চালক বলিয়া সনাক্ত করিল।

ম্যাক্‌কারথি নামক এক ইঞ্জিন মিস্ত্রির সাক্ষ্যে লেভ্যা-ঙ্গির সাক্ষ্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ম্যাক্‌কারথি সাক্ষ্য দিল যে,হত্যাকাণ্ডের তিন কোয়ার্টার পরে লেভ্যাঙ্গির সঙ্গে তাহার যে বাক্যালাপ হয় তাহাতে লেভ্যাঙ্গি বলে যে, বন্দুক দেখিয়াই তাহার এমন আতঙ্ক উপস্থিত হয় যে,

সে মাথা গুঁজিয়া সমীপস্থ এক ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে, আর কিছুই সে দেখিবার অবসর পায় নাই।

উপরন্তু, সরকার ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের প্রত্যক্ষ-দর্শী সাক্ষ্যের সঙ্গে লেভ্যাঙ্গির সাক্ষ্যের বিরোধ বাধিল। উভয় পক্ষীয় অন্যান্য সাক্ষীরা বলিয়াছিল, খুনে গাড়ীটার চালক ছিল অল্পবয়স্ক, ক্ষুদ্রকায় ও স্বল্পকেশ এক ব্যক্তি; আর ভ্যাঞ্জেটি ছিল মধ্যবয়স্ক, কৃষ্ণকায় এবং তাহার গোঁফ ছিল কৃষ্ণবর্ণের। সুতরাং লেভ্যাঙ্গি যে ভ্যাঞ্জেটিকে খুনে গাড়ীর চালক বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিল, অন্যান্য সাক্ষীর বর্ণনার সঙ্গে বিরোধ হওয়ার দরুণ, সে সনাক্তীকরণ বাতিল হওয়াই উচিত ছিল। জিলা এটর্ণী মিঃ কাজম্যান কিন্তু লেভ্যাঙ্গির সাক্ষ্য মানিয়া লইলেন এবং মানিয়া লইবার পক্ষে যে যুক্তি দেখাইলেন তাহা অনেকটা এইরূপ :—

অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা মোটর চালকের যে বর্ণনা দিয়াছে, তাহার সহিত লেভ্যাঙ্গি যাহাকে মোটর চালক বলিয়া সনাক্ত করিতেছে অর্থাৎ ভ্যাঞ্জেটিকে, তাহার আকৃতির কোনও মিল নাই বটে, কিন্তু লেভ্যাঙ্গি যে ভ্যাঞ্জেটিকে সেই মোটর গাড়ীর মধ্যেই দেখিয়াছিল এ কথা নিশ্চিত, কেননা ভ্যাঞ্জেটিকে সে সনাক্ত করিয়াছে। এমন হইতে পারে যে, ভ্যাঞ্জেটি মোটর চালকের ঠিক

পিছনে বসিয়া ছিল, এবং চকিতের দৃষ্টিতে লেভ্যাঙ্গি তাহাকেই মোটর চালক বলিয়া মনে করিয়াছিল ইত্যাদি।

কোল ও কেনেডি নামক দুই ব্যক্তি খুনের মোটরের চালককে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল, এবং মিঃ কাৎস্‌ম্যান তাহাদের সহিত দেখা করিয়া তাহাদের লিখিত জবানবন্দীও আদায় করিয়াছিলেন, সে জবানবন্দীতে ভ্যাঞ্জেটির কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু উক্ত দুই ব্যক্তিকে না ডাকিয়া মিঃ কাৎস্‌ম্যান লেভ্যাঙ্গিকে সাক্ষ্য দিতে ডাকিলেন, কেলি ও কেনেডির অস্তিত্ব প্রতিবাদী পক্ষের উকিলের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, কাজেই তাহাদের সাক্ষ্য সাকো ও ভ্যাঞ্জেটির কোনও উপকারে আসে নাই।

এতদ্ব্যতীত, হত্যাকাণ্ডের সময় ভ্যাঞ্জেটি যে হত্যাস্থল হইতে অন্যত্র ছিল, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেল। একত্রিশ জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিল যে, মোটর গাড়ীতে তাহারা যে লোকগুলাকে দেখিয়াছিল, ভ্যাঞ্জেটি তাহাদের কেহও নহে। তেরজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, ঘটনার দিবস ভ্যাঞ্জেটি প্লাইমাউথে মৎস্য বিক্রয়ে নিযুক্ত ছিল।

সনাক্তকারী সাক্ষীদের সকলেই একটা অসম্ভব রকম

হৈ চৈ-মধ্যে কয়েকজন বিদেশী লোককে অতি অল্পকালের জন্য দেখিয়াছিল, এবং সেই দেখার উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে সনাক্ত করিতেছিল। এরূপ সনাক্তীকরণ যে কত অনিশ্চিত তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। তাছাড়া সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ যে প্রকার গর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে সনাক্তীকরণ সাক্ষ্যের কোনও মূল্যই থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুলিশের নিয়ম হইতেছে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে (সে লোকজন যতদূর সম্ভব আসামীর সমজাতীয় এবং সমব্যবসায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়) মিশাইয়া সনাক্ত করান। পুলিশ কিন্তু সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে তাহাদের গ্রেপ্তারের পর বহুবার সম্পূর্ণ একক অবস্থায় সনাক্তকারী ব্যক্তিদের নিকট লইয়া গিয়াছিল। উপরন্তু, পুলিশ সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে দেয় নাই, তাহাদিগকে এরূপ ভাবভঙ্গী প্রদর্শনে বাধ্য করা হইয়াছিল যেন তাহারা ট্রেণটির ডাকাতদলেরই লোক।

এই গেল সনাক্তীকরণ সাক্ষ্য, পর পরিচ্ছেদে অপরাপর সাক্ষ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫ই মে তারিখে যে চারিজন ইতালিয়ান জন্‌সনের গ্যারেজে বোডার গাড়ীর খোঁজে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি একথা পাঠকদের স্মরণ আছে। পুলিশের পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে জন্‌সন্ গৃহিণী এক প্রতিবেশীর গৃহে গিয়া টেলিফোনে পুলিশকে ইতালিয়ান্‌দের আগমন সংবাদ দিল ইহাও পাঠকদের মনে আছে। উক্ত জন্‌সন্ গৃহিণী আদালতে সাক্ষ্য দিল যে, প্রতিবাদী দুইজন অর্থাৎ সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি রাস্তার অপর পার্শ্ব দিয়া জন্‌সন্ গৃহিণীর অনুসরণ করে, এবং টেলিফোন করিয়া জন্‌সন্ গৃহিণী যখন বাহিরে আসিল, তাহারাও তখন পিছন পিছন ফিরিয়া আসিল। অতঃপর মিঃ জন্‌সন্ মোটর গাড়ীতে সেই বৎসরের নম্বরযুক্ত চাক্‌তি না লাগাইয়া চালাইতে নিষেধ করায়, ইতালিয়ান্‌রা গাড়ী না লইয়াই স্থান ত্যাগ করিল।

মিসেস্ জন্‌সনের জেরা :—

প্রশ্ন—আচ্ছা, বোডা তার গাড়ীটা চাইতে এসেছিল, কেমন কি না ?

উত্তর—হাঁ ।

প্র —গাড়ীটায় ১৯২০ সালের নম্বর চাকৃতি ছিল না ?

উ—না ।

প্র –তুমি তাদের পরামর্শ দিলে, ১৯২০ সালের নম্বর চাকৃতি বিনা গাড়ীটা না চালাতে ?

উ—হাঁ ?

প্র—আর সে তোমার পরামর্শ মেনে নিল ?

উ—মেনে নিল বলেই মনে হলো ।

প্র—মনে হলো । তারপর কিছু কথাবার্ত্তার পর চলে গেলো ?

উ—হাঁ ।

এই সাক্ষ্যসম্পর্কে বিচারক থেইয়ার জুরীকে নিম্নোক্তরূপ প্রশ্ন করেন ঃ—

প্রতিবাদীরা যে অর্সিয়ানি ও বোডার সঙ্গে জনসনের গৃহত্যাগ করিল, সে কি মোটর-গাড়ীতে ১৯২০ সালের নম্বর-প্লেট না থাকার দরুণ, অথবা তাহারা জন্সন্-গৃহিণীর কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিল কিম্বা সন্দিহান হইয়াছিল বলিয়া ? যদি গাড়ীতে ১৯২০ সালের নম্বর প্লেট না থাকাই তাহাদের চলিয়া যাইবার কারণ হয়, তবে আপনারা বলিতে পারেন, তাহাদের হঠাৎ

স্থান ত্যাগে তাহাদের অপরাধ বোধ প্রমাণিত হয় না, কিন্তু প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া জন্‌সন্ গৃহিণী কি করিতেছে না করিতেছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহাকুল হইয়াই যদি তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের হঠাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের অপরাধ বোধ সপ্রমাণ হইতেছে বলিতে হয় যে পুলিশ-ম্যানটী সাক্কো ও ভেঞ্জেটিকে রাস্তায় মোটর গাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করে সে আর একজন সাক্ষী। পুলিশের হেপাজাতে আসিয়া সাক্কো ও ভেঞ্জেটি কিরূপ ব্যবহার করে সে সম্বন্ধে উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীটী নিম্নোক্তরূপ সাক্ষ্য দিল :—

(ভ্যাঞ্জেটি সম্বন্ধে) সে (কর্ম্মচারিটী) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে। "তারা বল্‌ল 'ব্রিজ্‌ওয়াটার।' আমি বল্‌লাম 'ব্রীজ্‌-ওয়াটারে তোমরা কি কর্‌ছিলে ?' তারা বল্‌ল 'আমাদের এক বন্ধুকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।' আমি বল্‌লাম, তোমাদের বন্ধুটী কে ?' সে (ভ্যাঞ্জেটি) বল্‌ল 'তার নাম—তাকে পপি বলে সকলে ডাকে। আমি বল্‌লাম 'ভাল, তোমাদের আমি গ্রেপ্তার কর্‌লাম। ভ্যাঞ্জেটি সিটের ভিতর দিকে বসে ছিল।"

প্রশ্ন—সিটের ভিতর দিকে বসেছিল মানে কি ?

উ—জানালার দিকে অর্থাৎ গাড়ীর ভিতরে; তারপর সে পেছনের পকেটে হাত দিল, আমি বল্‌লাম, "তোমার হাত দুটো কোলের উপর রাখ, না হলে তোমার ভাল হবে না।" প্রতিবাদী ভ্যাঞ্জেটি—মিথ্যাবাদী! (সাক্কোর সম্বন্ধে) গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে আমি তাদের বলে দিলাম যে, তাদের কোনও রকম সন্দেহজনক নড়াচড়া দেখলেই গুলি কর্‌বো। ষ্টেশনে যাবার পথে সাক্কো তার ওভারকোটের নীচে হাত ঢোকাবার চেষ্টা কর্‌লো, আমি তাকে বল্‌লাম তার হাত দুটো পোষাকের বাইরে কোলের উপর রাখ্‌তে।

প্র—কোন জায়গায় হাত দিচ্ছিল ?

উ—কোমর বন্ধের উপর দিয়ে পেটের কাছটায়, আমি বল্‌লাম, "ওখানে কি তোমার বন্দুক আছে ?" সে বল্‌লো 'আমার কাছে বন্দুক নেঁই।' আমি বল্‌লাম "আচ্ছা, তোমার হাত পোষাকের বাইরে রাখ।" খানিকটা দূর যাবার পর সাক্কো আবার সেই রকম কর্‌লো। আমি উঠে তার পোষাকের ভিতর হাত চালিয়ে দিলাম, কিন্তু বন্দুকটন্দুক কিছু পেলাম না। আমি বল্‌লাম "দেখ বাপু, ওখানে যদি ফের হাত দাও তাহলে

বিপদে পড়্‌বে।" সে বল্‌ল "আমি বিপদে পড়তে চাইনে।"

গ্রেপ্তারের পর থানাতে গিয়া সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি, জিলা-এটর্ণি ও পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। তাহারা বাজে কথা বলিয়া, তাহাদের গ্রেপ্তারের দিনের গতিবিধি, যে যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল এবং যে যে যায়গায় গিয়াছিল, এসব ব্যাপার গোপন করিবার প্রয়াস পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ভ্যাঞ্জেটি বোডার সঙ্গে তাহার পরিচয় অস্বীকার করিয়াছিল।

বিচারক থেইয়ারের মতে, জনসনের গ্যারাজে, পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইবার সময় এবং থানায় আসিয়া সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি যে প্রকার ব্যবহার দেখাইয়াছিল তাহাতেই তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হয়, অর্থাৎ তাহারা নিজের ব্রেণ্‌ট্রি হত্যার অপরাধী বলিয়া জানে বলিয়াই, জনসন-গৃহিণীর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং হঠাৎ সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, মোটরে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া বন্দুক বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং থানায় আসিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। আর, তাহাদের কাছে বন্দুকও ছিল।

প্রতিবাদীরা উপরি-উক্ত ব্যাপারগুলির কি কৈফিয়ৎ দিয়াছিল দেখা যাক্। পুলিশম্যান কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইলে পর তাহারা পিস্তল বাহির করিবার উদ্যম করিতেছিল, এ অভিযোগ সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিল। ব্যাপারটার আগাগোড়া তলাইয়া দেখিলে তাহাদের এই অস্বীকৃতি সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ব্রেণট্রি হত্যাকাণ্ড যাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা ছিল বেপরোয়া, আবশ্যক হইলে তাহারা যে জীবননাশে কুণ্ঠিত হইত না, তাহা তাহাদের মোটরযোগে পলায়নকালে রাস্তার লোকজনের উপর গুলিবর্ষণেই প্রতিপন্ন হয়। এই শ্রেণীর দস্যুদের ব্যবহারের সঙ্গে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির ব্যবহার কি বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য পাওয়া গিয়াছিল? তাহারা দুইজনে যে সময়ে একজন পুলিশম্যান কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়, তখন কি তাহারা ব্রেণট্রি খুনেদের অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? তাহারা যদি ব্রেণট্রি হত্যার অনুষ্ঠানকারীই হইবে, তাহা হইলে তাহারা সেই ডাকাতদেরই মত অকুণ্ঠচিত্তে গুলি চালাইয়া নিজেদের পলাইবার রাস্তা পরিষ্কার করিয়া লইল না কেন, শান্তভাবে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিল কেন, বিশেষতঃ তাহারা নিজেদের যখন হত্যাপরাধে অপরাধী বলিয়া জানে?

প্রশ্ন উঠে যে, তবে তাহাদের কাছে বন্দুক ছিল কেন? ইহার উত্তর হইতেছে, আমেরিকায় বন্দুক রাখাটা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বন্দুক রাখার মত অসাধারণ কিছু ব্যাপার নহে। আমেরিকায় বিস্তর লোক বন্দুক লইয়া চলাফেরা করে একথা সকলেই জানে। সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি তাহাদের সঙ্গে বন্দুক রাখার কারণও দর্শাইল। সাক্কো বলিল, সে যখন নৈশ প্রহরীর কাজ করিত তখন তাহাকে বন্দুক লইয়া পাহারা দিতে হইত, একথা তাহার মনিব যথার্থ বলিয়া সমর্থন করে; সেই হইতে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক রাখাটা তাহার অভ্যাস হইয়াছে। ভ্যাঞ্জেটি বলিল, দিনকাল খারাপ পড়ায়, আত্মরক্ষার জন্য সে সঙ্গে রিভলভার রাখিত।

প্রশ্ন—তুমি যখন ঘোরাঘুরি কর্‌তে তখন সঙ্গে কত টাকা থাক্‌ত?

উ—বোস্টনে যখন মাছ খরিদের জন্য যেতাম, তখন আমার সঙ্গে আশী, একশ, একশ কুড়ি ডলার পর্য্যন্ত থাক্‌ত।

সে সময়ে চারিদিকে বিস্তর ডাকাতি ও লুঠতরাজ হইতেছিল।

অতঃপর, জন্‌সন্‌ গ্যারেজে এবং থানায় তাহাদের যেরূপ আচরণের বিবরণ সাক্ষ্যে পাওয়া গিয়াছিল, সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি তাহাদের সেরূপ আচরণের কথা স্বীকার

করিল। তাহারা স্বীকার করিল যে, জন্‌সন্‌-গৃহিণীর বর্ণিত ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার তাহারা করিয়াছিল, এবং ইহাও অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিল যে, থানায় পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল; তাদৃশ আচরণের কৈফিয়ৎ স্বরূপ এবং মিথ্যা হত্যার অভিযোগ হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি তাহাদের রাষ্ট্রীয় মতামত ও কার্য্যকলাপের সবিস্তার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল।

সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি ছিল র‍্যাডিকাল মতাবলম্বী অর্থাৎ চরমপন্থী; যে সব লোক, ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন বিধেয়, এইরূপ মত পোষণ করে, তাহারা র‍্যাডিক্যাল নামে অভিহিত। সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি ছিল সেই র‍্যাডিক্যাল দলের লোক, তাহাদের আর এক নাম 'রেড'। সে সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বৈদেশিক র‍্যাডিক্যালদের বিরুদ্ধে এক অমানুষিক ধর্ষণনীতি চালাইতেছেন, ইহার বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। উক্ত ধর্ষণনীতি যুক্তরাষ্ট্রস্থ বৈদেশিক র‍্যাডিকাল দলে এক বিষম আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল, এবং র‍্যাডিক্যালরা তাহাদের পুস্তিকা কাগজ পত্র প্রভৃতি র‍্যাডিক্যাল মত

সম্পর্কীয় সমস্ত চিহ্ন পুলিশের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া ফেলিবার আয়োজন করিতেছিল। র‍্যাডিকাল সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি তাহাদের দল কর্ত্তৃক অন্যান্য র‍্যাডিক্যালদের সতর্ক করিয়া দিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই ঘোড়ার গাড়ী লইবার জন্য জন্‌সনের গ্যারেজে গিয়াছিল। পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইলে তাহারা ভাবিয়াছিল তাহারা র‍্যাডিক্যাল বলিয়াই গ্রেপ্তার হইয়াছে। র‍্যাডিক্যাল্ মত পোষণ করারূপ অপরাধে তাহারা নিজেদের অপরাধী বলিয়া জানিত, সেইজন্য পুলিশের উৎপীড়নের ভয়েই তাহারা বন্ধুবান্ধবদের নাম এবং নিজেদের গতিবিধি গোপন করিতে চাহিয়াছিল। আদালতের প্রশ্নোত্তরে ব্যাপারটী পরিষ্কার বুঝা যায়। (ভ্যাঞ্জেটির প্রতি)
প্র—তুমি কি মিঃ কাজ্‌ম্যান্‌কে পপির সম্বন্ধে সত্য কথা বলেছিলে, আর কেন তুমি—

উ—পপির সম্বন্ধে; হাঁ, আমি যে সেখানে মোটর গাড়ী আন্‌তে গিয়েছিলাম সে কথা বলিনি আর কাগজ পত্রের কথাও বলিনি..... পরের রবিবারে যে সভা বসবার কথা ছিল তাও বলিনি। হাঁ, মনে হচ্ছে যেন আমি বলেছিলাম, সভার কথাটা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

প্র—পুলিশ প্রধান ষ্টুয়ার্ট তোমাকে য জিজ্ঞেস করেছিল, তার যতটুকু মনে আছে বল।

উ—তিনি আমাকে জিজ্ঞেস্ করলেন আমরা ব্রিজ্‌ওয়াটারে ছিলাম কেন, সাকোকে আমি কতকাল ধরে জানি, আমি র‍্যাডিক্যাল কিনা, আমি এনার্কিস্ট অথবা সোশ্যালিষ্ট কিনা, তিনি জিজ্ঞেস্ করলেন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনের উপর আমার আস্থা আছে কিনা।

প্র—ব্রক্‌টন থানায় ষ্টুয়ার্ট্ কিম্বা মিঃ কাফ্‌ম্যান্ কি তোমায় কখনো বলেছিলেন যে ডাকাতি ও হত্যা সম্পর্কে তোমাকে সন্দেহ করা হয়েছে ?

উ—না

প্র—তোমাকে কি এমন কোনও প্রশ্ন করা হয়েছিল অথবা এমন কোনো কথা তোমার কাছে বলা হয়েছিলো যাতে কোরে তোমরা ১৫ই এপ্রিল তারিখের উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছ বলে বুঝতে পেরেছিলে ?

উ—না

প্র—তোমাদের যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিল তদ্দারা তোমাদের ব্রক্‌টন থানায় আটক থাকার কি কারণ ঠাউরেছিলে ?

উ—রাজনীতিক কারণে ধরেছে বলেই আমার মনে হলো।

প্র—রাজনীতিক মতামতের জন্য তোমায় আটক করা হয়েছে বলে কেন মনে হলো ?

উ—কারণ আমায় জিজ্ঞেস করা হলো আমি সোশ্যালিষ্ট কি না।

প্র—তুমি বলতে চাও, তোমাকে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিল তদ্দ্বারা তোমার এরূপ মনে হলো ?

উ—কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমি সোশ্যালিষ্ট কি না, আমি কমিউনিষ্ট কিনা, আমি র‍্যাডিকাল কি না ইত্যাদি।

(সাক্ষোর প্রতি) তোমাদের যে অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়, সে অপরাধটা কোন সময়ে ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয় ?

উ—আমি র‍্যাডিক্যালদের বিষয় ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা করি না।

প্র—কি ?

উ—র‍্যাডিক্যালদের গ্রেপ্তারের বিষয়, আপনি জানেন নিউইয়র্কে পুলিশ কি ভাবে কত লোকজন গ্রেপ্তার করছে।

প্র—তুমি ওকথা ভাব্তে গেলে কেন ?

উ—কারণ আমি রেজিষ্টার্ড হইনি অথচ আমি শ্রমিকদলের আন্দোলন সম্পর্কে কাজ কর্ছিলাম।

প্র—পুলিশের কর্ত্তা ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে তোমার এমন কি কথাবার্ত্তা হয় যাতে কোরে তোমার ধারণা হলো যে, তোমাকে র‍্যাডিক্যালদল সম্পর্কীয় কাজের জন্য আটক করা হলো ?

উ—এই জন্য যে, তারা আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলো আমি এনার্কিষ্ট অথবা সোশ্যালিষ্ট কি না।

এই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাকো ও ভ্যান্জেটির ধারণা হইয়াছিল তাহাদিগকে র‍্যাডিক্যাল বলিয়াই গ্রেপ্তার করা হইতেছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু তাহারা র‍্যাডিক্যালদলের সহিত নিজেদের সম্পর্কটা লুকাইবার চেষ্টায় পুলিশের নিকট যে মিথ্যা বলিয়াছিল সে কিসের ভয়ে ? তাহাই এক্ষণে বলিতেছি :

১৯১৯-২০ সালের শীত ঋতুর প্রারম্ভে বিচার বিভাগ 'রেড্'দের অর্থাৎ যে সব বিদেশীদের কমিউনিষ্ট্ শাসন-তন্ত্রের ভক্ত বলিয়া সন্দেহ করা হয় তাহাদের গ্রেপ্তার ও আমেরিকা হইতে নির্ব্বাসন করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রচণ্ড অভিযান সুরু করে। এই 'রেড্' গ্রেপ্তার ও

বহিষ্করণ ব্যাপারে বিচার বিভাগ (Department of justice) এতাদৃশ নৃশংসয় ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল যে, যুক্তরাজ্যের অনেক উচ্চ আদালত হইতে বিচারবিভাগের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

বোষ্টন সহরে এই উৎপীড়ন অত্যাচার ও 'রেড' দলনের উন্মত্ততা চরমসীমায় পৌঁছিয়াছিল, কারণ বোষ্টনের আশে পাশে বহু বিদেশী শ্রমজীবিদের বসবাস, এবং এই বোষ্টন সহর শ্রমজীবী ঘটিত দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জনসাধারণও পুলিশের এই 'রেড্' ধর্ষণ কার্য্যে বহুল সহায়তা করিতেছিল, তাহারাও পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। এমন কি অনেক বড় বড় ব্যাঙ্কের মালিকরা নিজেদের খরচে খবরের কাগজে 'রেড্' আতঙ্ক সম্বন্ধীয় পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন ছাপাইতেছিলেন। সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি ছিল এই 'রেড্' দলের লোক, অনেক বড় বড় র‍্যাডিক্যাল নেতার সঙ্গে তাহাদের বন্ধুত্ব ছিল। কিছুকাল হইতে পুলিশের খাতায় তাহাদের নামও উঠিয়াছিল। আমেরিকানদের চক্ষুঃশূল হইবার আর একটা কারণ, তাহারা যুদ্ধের সময় সৈন্য হইতে চাহে নাই, পাছে সৈন্য

হইতে .হয় বলিয়া তাহারা সে সময় মেক্সিকো চলিয়া গিয়াছিল। সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি যে সময় গ্রেপ্তার হয় সে সময়টায় আমেরিকান্ মধ্যে 'রেড্' বিদ্বেষ খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। খবরের কাগজগুলাতে প্রতিদিনই 'রেড্'দের কার্য্যকলাপ অভিসন্ধি ষড়যন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে লোমহর্ষণ বিবরণ বাহির হইতেছিল, এবং গভর্ণমেণ্ট এই সব 'রেড্'দের দমনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছে, তাহার ভয়াবহ বিবরণে ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে ছিল; এই সকল ব্যাপারে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির উদ্বেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছিল, কারণ তাহারা জানিত যে দেশান্তরিত হওয়া মানে কেবল দেশ হইতে বিতাড়িত হওয়াই নহে। সে আশঙ্কার প্রমাণ তাহারা হাতে হাতেই পাইল।

নিউ-ইয়র্ক সহরের এক র‍্যাডিকাল সালসেজেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং আটক করিয়া রাখে। এই সংবাদে ভ্যাঞ্জেটিদের র‍্যাডিক্যাল্ দলে বিষম দুর্ভাবনার সঞ্চার হইল। নিউ-ইয়র্কে ইতালীয়দের রক্ষা ও সাহায্যকল্পে ইতালীয় রক্ষা সমিতি* নামে একটা সমিতি ছিল, সেই সমিতিই সাল্সেডো ও অন্যান্য ইতালীয় বন্দীদের মামালামোকদ্দমা তদ্বির করিতেছিল। ভ্যাঞ্জেটি

তাহার দল কর্ত্তৃক উক্ত সমিতির নিকট পরামর্শের নিমিত্ত প্রেরিত হয়। ২রা মে ভ্যাঞ্জেটি নিউ-ইয়র্ক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দলের নিকট বলিল যে, ইতালীয় রক্ষাসমিতির উকিল র‍্যাডিক্যাল্ মত সম্বন্ধীয় পুস্তিকা ও কাগজপত্র প্রভৃতি সরাইয়া ফেলিবার উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি এবং দলের অপরাপর লোকেরা পুস্তিকা অন্তর্ধান এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার আয়োজন করিতে লাগিল। এমন সময় সালসেডোর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ভ্যাঞ্জেটি প্রমুখ র‍্যাডিক্যাল্‌রা অবিলম্বে উকিলের পরামর্শমত কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল। সহকর্ম্মীদের বাসায় বাসায় ঘুরিবার জন্য একটা মোটর গাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তাহারা বোডার সঙ্গে ৫ই মে তারিখে জন্‌সনের গ্যারেজে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার আগের দিন তাহারা সালসেডোর মৃত্যুর সংবাদ পায়। সাল্‌সেডোকে একটা অট্টালিকার চৌদ্দতলার একটা ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, সেই অট্টালিকার সর্ব্বনিম্ন তলের পার্শ্ববর্ত্তী লোকজন চলিবার পথের উপর সাল্‌সেডোর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

আদালত সাক্কোকে ভ্যাঞ্জেটির নিউ-ইয়র্ক গমন প্রভৃতি

যে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

প্র—একবার তুমি বল্লে যে, তুমি ভয় পেয়েছিলে, তার মানে কি ?

উ—ভয় পেয়েছিলাম মানে, আমি শুনেছিলাম নিউ-ইয়র্কে আমার এক বন্ধু জেল থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরের কাগজেরা বলছে বটে সে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কি হয়েছে না হয়েছে কে জানে।

প্র—কার কথা বল্‌ছ ? সে লোকটা কে ?

উ—সাল্‌সেডো।

প্র—সাল্‌সেডোর মৃত্যুর খবর তোমরা কখন পেলে ?

উ—৪ঠা মে তারিখে।

অর্থাৎ সাকো ও ভ্যাঞ্জেটির মনে একটা গভীর সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, সাল্‌সেডো আত্মহত্যা করে নাই, পুলিশের লোকরাই তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, কাজে কাজেই তাহারা নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধেও সঙ্কাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি, তাহাদের গ্রেপ্তারের সময়কার সন্দেহজনক আচরণের বেশ সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিল, এবং ১৫ই এপ্রিল

তারিখের অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড যে দিন ঘটিয়াছিল সেই দিনের গতিবিধিরও কৈফিয়ৎ দিল। এ পর্য্যন্ত বিচারটা চলিতেছিল ডাকাতি ও হত্যা অপরাধের; সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির জেরা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচারের ধারা ভিন্নদিকে চলিতে লাগিল। তখন হইতে র‍্যাডিক্যাল মত পোষণ করা রূপ অপরাধের জন্যই তাঁহাদের বিচার হইতে লাগিল। জিলা এটর্ণি মিঃ কাজ্‌ম্যান কর্ত্তৃক সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির জেরার কতকাংশ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

প্র—(ভ্যাঞ্জেটির প্রতি মিঃ কাজম্যান কর্ত্তৃক) মিঃ ভ্যাঞ্জেটি, ১৯১৭ সালের মে মাসে, সেনাভুক্তি এড়াবার জন্য তুমি প্লাইমাউথ ত্যাগ কর্‌লে, তাইত ?

উ—হাঁ, মহাশয়।

প্র—যখন এদেশে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন তুমি পালিয়ে গেলে যাতে তোমাকে সৈন্যরূপে যুদ্ধে যোগ দিতে না হয় ?

উ—হাঁ।

প্র—তুমি একটা প্রকাশ্য সভায় যুদ্ধফেরৎ লোকদের উপদেশ দিতে যাচ্ছিলে ? তুমি কি সেই লোক ?

উ—আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই লোক, আমাকে যে লোক হতে চাচ্ছেন সে নয়, তবে আমি সেই লোক বটে।

সাক্কোর জেরা :—

প্র— মিঃ কাজ্‌ম্যান কর্তৃক) তুমি কি কাল বলেছিলে যে তুমি স্বাধীন দেশকে ভালবাস ?

উ—হাঁ, মহাশয়।

প্র—১৯১৭ সালের মে মাসে তুমি কি এই দেশকে ভালবাসতে ?

উ—আমি বলিনি,—আমি বলতে চাইনে যে আমি এই দেশকে ভালবাসতাম না।

প্র—১৯১৭ সালের মে মাসে তুমি কি এ দেশকে ভালবাসতে ?

উ—আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পারি—

প্র—তুমি কি প্রশ্নটা বুঝ্‌তে পেরেছ ?

উ—হাঁ।

প্র—তাহলে প্রশ্নটার জবাব দেবে কি ?

উ—এক কথায় উত্তর দিতে পারিনে।

প্র—প্রথম ড্রাফ্‌ট্‌-এ (সৈন্যরূপে নির্ব্বাচন) নাম লিখাবার এক হপ্তা আগে তুমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যকে ভালবাসতে কিনা বল্‌তে পার না ?

উ—মিঃ কাজ্‌ম্যান, এক কথায় বল্‌তে পারিনে।

প্র—১৯১৭ সালের মে মাসের শেষের সপ্তাহে তুমি কি এ দেশকে ভালবাসতে ?

উ—ও প্রশ্নের এক কথায় জবাব দেওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন।

প্র—মিঃ সাক্কো, দুটা শব্দ তুমি ব্যবহার কর্‌তে পার, হাঁ কি না। তুমি কোনটা বল্‌তে চাও ?

উ—হাঁ।

প্র—আর এই আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রতি ভালবাসা দেখাবার জন্যই তুমি মেক্সিকো পালিয়ে গেলে, যে সময়ে যুক্তরাজ্য সৈন্য হবার জন্য তোমাকে আহ্বান করেছিল।

প্র—যে দেশকে তুমি ভালবাসতে সে দেশের জন্য পাছে সৈন্য হতে হয় বলেই কি তুমি মেক্সিকো চলে গেলে ?

উ—হাঁ।

প্র—তোমার স্ত্রীর যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সে সময় তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াটাকেই কি তুমি তার প্রতি ভালবাসা দেখান মনে কর ?

উ—আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে যাইনি।

* * * *

প্র—দেশের তোমাকে যখন দরকার পড়ে, তখন

তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়াটাকে কি তুমি নীচ কাজ বলে মনে কর না ?

উ—যুদ্ধে আমার বিশ্বাস নেই ?

প্র—যুদ্ধে তোমার বিশ্বাস নেই ?

উ—না মহাশয়।

প্র—তুমি যা করেছিলে সে কাজকে কি তুমি কাপুরুষতা বলে মনে কর ?

উ—না মহাশয়।

প্র—সে কাজটাকে কি বীরত্বের কাজ বলে মনে কর ?

উ—হাঁ মহাশয়।

প্র—নিজের পত্নীর কাছ থেকে চলে যাওয়াটাকে কি তুমি বীরত্বের কাজ বলে মনে কর ?

উ—না।

প্র—তোমাকে যখন তার প্রয়োজন হয় ?

উ—না।

প্র—তুমি সেই স্বাধীন দেশে থাক্‌লে না কেন, সেখানে গাঁইতি আর কোদালের কাজ কর্‌তে ?

উ—আমি যে কষ্ট করে কাজ শিখেছি সে মেক্সিকোতে গাঁইতি আর কোদালের কাজ করবার জন্য নয় বলেই আমার মনে হয়।

প্র—এদেশে সপ্তাহে যে পরিমাণ টাকা উপায় কর, সেই টাকার অনুপাতেই কি যুক্তরাজ্যকে ভালবাস ?

উ—স্বচ্ছল অবস্থা, হাঁ।

প্র—দেশটায় টাকা উপার্জ্জনের খুব সুবিধা, কি বল ?

উ—হাঁ।

প্র—এখানে তুমি যে পরিমাণে টাকা রোজগার করতে পার, সেই মাপেই কি এ দেশকে ভালবাস ?

উ—আমি কোনও কালেই টাকার ভক্ত নয়।

প্র—দেশে যখন সৈন্যের প্রয়োজন হয় তখন দেশের কাজে দাঁড়ান কি দেশভক্তির পরিচয় ?

এস্থলে প্রতিবাদীর উকিল সরকারী উকিলের প্রশ্নে আপত্তি করিলে, আদালতের (অর্থাৎ বিচারক) সঙ্গে প্রতিবাদীপক্ষের উকিলের কিছু কথা কাটাকাটি হইল। প্রতিবাদীদের উকিল বলিলেন যে, সরকারী উকিল যে ধরণের প্রশ্ন করিতেছেন তাহা প্রতিবাদীদের মামলার হানিকর, আদালত সে কথা মানিতে রাজি হইলেন না।

* * * *

পরদিন :—

আদালত কর্ত্তৃক প্রশ্ন—গতকল্য তুমি যে বল্‌লে স্বাধীন দেশকে ভালবাস, তার মানে কি ?

উ—আমাকে বল্‌বার সুযোগ দিন।

প্র—আমি এখন তোমাকে বল্‌তে বল্‌ছি।

উ—ইতালীতে আমি যখন বালক, তখন আমি ছিলাম রিপাব্‌লিকান (সাধারণতন্ত্রী), কাজেই আমি সর্ব্বদা মনে মনে ভাবতাম যে, শিক্ষালাভ করা, পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করা, সন্তান লালন পালন করা এবং তাদের শিক্ষিত করে তোলা, এ সব বিষয়ে রিপাব্‌লিকানরাই বেশী সুযোগ পায়। আমার মত এই রকম ছিল; কিন্তু আমি যখন এদেশে এলাম, তখন দেখলাম যে, এদেশ সম্বন্ধে যা ভেবেছিলাম সে সব কিছুই নয়, তফাতের মধ্যে এখানে আমাকে যেমন কঠিন পরিশ্রম করতে হয় ইতালীতে ততটা করতে হত না। সেখানেও আমি এখানকার মতই স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করতে পারতাম। সেখানেও এখান-কার মত অবস্থার মধ্যেই কাজ করতাম বটে, কিন্তু এত খাট্‌তে হত না, দিন সাত আট ঘণ্টা কাজ করতে হত, আর খাওয়াদাওয়া ছিল ভাল। অর্থাৎ খাঁটী। অবশ্য এখানেও ভাল খাবার জিনিষ পাওয়া যায়, কেন না, এ দেশটা ইতালীর চেয়ে বড়, তবে এখানে যারা টাকা খরচ করে ভাল খাবার তাদেরই জন্য, শ্রমিকদের জন্য নয়, ইতালীতে শ্রমিকরা এখানকার চেয়ে তাজা ও বেশি

তরিতরকারী খেতে পায়, আর আমি কিনা এই দেশে এলাম। আমি যখন এখানে কাজ আরম্ভ করলাম তখন আমার খুব পরিশ্রম করতে হত, দিন তের ঘণ্টা করে খাটতাম, তবু পরিবারবর্গকে যেরূপ অবস্থায় রাখা উচিত বলে মনে করতাম, সে অবস্থায় তাদের রাখতে পারলাম না। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমাতে পারলাম না, আমার ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাতে পারলাম না। এখানে আমার সঙ্গে যারা থাকে তাদের আমি শিক্ষা দিই। * *

* * * * * *

* * আমি দেখলাম যে দেশের ভাল ভাল বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোকেরা জেলখানায় যাচ্ছে এবং সেখানে বছরের পর বছর কাটিয়ে সেখানেই মরছে। দেশের একজন সেরা মানুষ ডেব্‌স্‌ এখনও জেল খাটছে, কারণ সে একজন সোশ্যালিষ্ট। সে চাইত শ্রমিকরা আরও ভাল ভাবে বাস করে এবং আরও ভাল খেতে পরতে পায়, আরও বেশী শিক্ষা পায়, ছেলেদের লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে পারে, এই অপরাধে তাকে তারা গারদে পাঠাল। কেন? কারণ পুলিশের লোকেরা জানে যে ধনিকরা ও সবের বিরোধী, ধনিকরা চায় না আমাদের ছেলে মেয়েরা উচ্চ ইস্কুল কিম্বা

কলেজ কিম্বা হার্ভার্ড কলেজে যায়। তারা চায় না যে মজুররা শিক্ষিত হয়; তারা চায় মজুররা চিরকাল নীচু হয়ে থাকুক্, পায়ের তলায় থাকুক্, যেন মাথা উঁচু করে না চলে। আপনি দেখতে পান, মাঝে মাঝে রক্‌ফেলার, মরগ্যান আর এদের মত বড় লোকরা হার্ভার্ড কলেজে পাঁচ লাখ ডলার দিয়ে দিল, অন্য এক স্কুলে দশ লাখ ডলার দান করল। সকলেই বলতে থাকে "বাহবা, রক্‌ফেলার একজন মহৎ ব্যক্তি, দেশের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লোক।" তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, হার্ভার্ড কলেজে যাচ্ছে কে? রক্‌ফেলাররা যে লাখ লাখ ডলার দান করছে তাতে শ্রমিকদের কি উপকার হচ্ছে? গরীব মজুর শ্রেণী কোন উপকারই পাবে না, হার্ভার্ড কলেজে যাবার কোন সুযোগই তারা পাবে না, কেন না যে লোক হপ্তায় ২১ ডলার কিম্বা ৩০ ডলার, না হয় ৮০ ডলারই হল, রোজগার করে, আর তার যদি পাঁচটী ছেলে মেয়ে থাকে, তাহলে ছেলে মেয়েদের হার্ভার্ড কলেজে পাঠালে, তার আর বেঁচে থাকা চলে না। যদি সে গরুর মত খেতে চায়, সেইটেই সব চেয়ে ভাল, তাহলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু আমি চাই মানুষ মানুষের মত জীবন ধারণ করে। আমি চাই প্রকৃতি যে সব ভাল জিনিষ দেন, গরীবরা সে সব পায়; কেন না তারাও—

অর্থাৎ আমরাও বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য আমার ধারণা বদলে আছে। এইজন্য, যারা পরিশ্রম করে, মজুরী করে, দিনের পর দিন নিজেদের অবস্থা স্বচ্ছল করবার চেষ্টা করে, লড়াই করে না, তাদের আমি ভালবাসি। আমরা বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ চাইনে আর যুবকদের ধ্বংস করতে চাইনে। মা অনেক কষ্টে তার ছেলে মানুষ করে তুললো, একদিন তার দ্বারা খাওয়াপরার স্বচ্ছলতা হবে। তারপর যেই মা তার ছেলের সাহায্য পেতে আরম্ভ করেছেন অমনি রকফেলাররা নরগ্যানরা এবং বনেদীঘরের অন্যান্য লোকেরা সে সব ছেলেদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল। কেন? আজ কালকার লড়াই কি? এ সব লড়াইগুলো দেশের স্বাধীনতার জন্য নয়, সাদা ভিন্ন অন্যান্য জাতদের, অর্থাৎ কালা প্রভৃতির জাতদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্যও নয়; এ সব লড়াইগুলো হচ্ছে কোটিপতিদের জন্য। মানুষের সভ্যতার জন্য এ সব লড়াই নয়। এ সব লড়াই হচ্ছে ব্যবসার জন্য, এ সব লড়াইয়ের ফলে লাখ লাখ টাকা কোটিপতিদের হাতে আসে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করবার কি অধিকার আমাদের আছে? আমি আইরিশের জন্য কাজ করেছি! জার্ম্মানের সঙ্গে কাজ করেছি,

ফরাশির সঙ্গে, আর অনেক জাতের লোকের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। আমার স্ত্রীকে যেমন ভালবাসি তেমনি তাদেরও ভালবাসি। সেই সব মানুষদের মারবার জন্য কেন লড়াইয়ে যাব ? আমার কি ক্ষতি করেছে ? কামান বন্দুকগুলো আমি ধ্বংস করে ফেলতে চাই। সারকারকে আমি মাত্র বলতে চাই, আমাদের শিক্ষা দাও।

জেরার আর এক অংশ ঃ—

প্র—তুমি এই রকমের একটা কথা বলেছিলে না যে, তোমরা ছেলেদের হার্ভার্ড পাঠাতে পার না ?

উ—হাঁ।

প্র—টাকাকড়ি না থাকলে। বলেছিলে কি না ?

উ—নিশ্চয়ই।

প্র—তুমি কি এটা সত্য বলে মনে কর ?

উ—সত্য বলেই মনে হয়।

প্র—তুমি কি জান না, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি যত গরীব ছেলে বিনা বেতনে পড়ায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোন ইউনিভার্সিটি তত ছেলে বিনা বেতনে পড়ায় না ? [আদালত প্রতিবাদী উকিলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিলে সাকো জবাব দিল।]

উ—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম, না।

প্র—তাহলে ও বিষয়ের কিছু না জেনে শুনেই তুমি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিকে পর্য্যন্ত বড় লোকদের যায়গা বলে দোষ দিচ্ছ, তাই কি ?

প্র—তুমি কি হার্ভার্ড কলেজের নিন্দা করতে চেয়েছিলে ? [প্রতিবাদী-পক্ষের উকিলের আপত্তি নামঞ্জুর।]

উ—না, মহাশয়।

* * * *

প্র—তোমার ছেলে কি স্কুলে যায় ?

উ—হাঁ।

প্র—টাকাকড়ি না দিয়েই ?

উ—হাঁ।

* * * *

প্র—তুমি কি জান বোস্টন সহরের সর্ব্ব সাধারণের স্কুলগুলাতে কত ছেলে, শিক্ষা পায় ?—[আপত্তি] বিনা বেতনে ?

প্র—জান কি ?

উ—হাঁ বা না কোন উত্তর দিতে অক্ষম।

প্র—জান কি, ওরকম ছেলের সংখ্যা প্রায় এক লাখ ?

[আপত্তি]

উ—আমি জানি লাখ লাখ ছেলে সে সব স্কুলে যায় না।

* * *

প্র—তোমার কি মনে হয়, তোমার বাড়ীতে যে সব বই ছিল, তাদের [ইতঃপূর্ব্বেই নির্ব্বাসিত তিন জন র‍্যাডিক্যাল্] বাড়ীতেও সেই রকমের বই ছিল ?

উ—হাঁ

প্র—আর যে সব বই তুমি জড়ো করবার মত্‌লব করেছিলে সে গুলো সব এনার্কি সম্বন্ধীয় ?

উ—সব গুলো নয়।

প্র—কত গুলো ?

উ—সব রকমই ছিল। আমরা সোশ্যালিষ্ট, ডেমোক্র্যাটিক আমাদের কাছে সোশ্যালিষ্ট, সিণ্ডিক্যালিষ্ট, এনার্কিস্ট এই সব দলের কাগজ ছিল।

প্র—বল্‌শোভিষ্ট দলের কাগজ ?

উ—বলশোভিজ্‌ম্ কাকে বলে জানিনে।

প্র—সোভিয়েট ?

উ—সোভিয়েট কি জানিনে।

প্র—কম্যিউনিজ্‌ম্ ?

উ—হাঁ। এষ্ট্রনমি (জ্যোতির্বিজ্ঞান) সম্বন্ধীয় কতকগুলো বইও আমার ছিল।

*　　　*　　　*

প্র—আর তুমি বিজ্ঞাপন বিলি কর্‌তে যাচ্ছিলে?

উ— শিক্ষা সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র।

প্র—আর তুমি বিজ্ঞাপন বিলি কর্‌তে যাচ্ছিলে, কেমন কি না?

উ—তার জন্য টাকা খরচ কর্‌তে হয়েছিল।

প্র— তুমি সেই সব কাগজপত্র বিলি কর্‌তে যাচ্ছিলে, যাচ্ছিলে কি না?

প্র—যাচ্ছিলে?

উ—নষ্ট করতে মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন।

প্র—না, নষ্ট করতে নয়। কিছুকাল পরে তুমি সেগুলো বাইরে আন্‌তে ত, সেগুলোর মধ্যেকার খবর প্রচার কর্‌তে ত?

উ—নিশ্চয় কারণ সেগুলো শিক্ষা সম্বন্ধীয়।

প্র—এনাকি সম্বন্ধীয় শিক্ষা, কি বল?

উ—কেন, নিশ্চয়। এনাকিষ্ট্‌রা খুনে বা ডাকাত নয়।

প্র—তারা খুনে বা ডাকাত কি না সে কথা আমি

জিজ্ঞাসা করিনি। * * * তোমার বন্ধুদের বাড়ীতে যে সব বই কাগজপত্র আর সাময়িক পত্রাদি যোগাড় কর্‌তে সেগুলো সম্বন্ধেও কি ঐ এক ব্যবস্থা কর্‌তে যাচ্ছিলে, সেগুলোকেও নষ্ট কর্‌তে না?

উ—আমি সেগুলোকে লুকিয়ে রাখ্‌তে যাচ্ছিলাম।

প্র—আর সময় উত্‌রে গেলে সেগুলোকে আবার বার করে আন্‌তে?

উ—বোধ হয় তাই।

প্র—আর তুমিই এই জুরীর কাছে বল্‌ছ যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তোমার মনের মতন নয়?

* * *

প্র—আর তুমিই সেই লোক, যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দোষগুণের বিচার করেছিল?

উ—হাঁ মহাশয়।

প্র—তুমিই বলেছিলে যে, তুমি কিরূপ নিরাশ হয়ে পড়েছিলে, কি পাওনি আর কি পাবার আশা কর্‌ছিলে। তুমিই কি সেই লোক?

উ—হাঁ।

এই জেরার মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে জিলা—এটর্ণি মিঃ কাজ্‌ম্যানেম প্রশ্নভঙ্গী। সাকো ও

ভ্যাঞ্জেটি যে সোশ্যালিষ্ট দলভুক্ত (সোশ্যালিষ্ট্‌দের মন্ত্র হইতেছে শাসন ব্যাপারে ধনিকদের, মহাজনদের ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আধিপত্য ও প্রাধান্য নষ্ট করিয়া শ্রমিকদের ও জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা,) তাহারা যে যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকসম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট, তাহারা যে যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধী, এই সব কথাগুলা এটর্ণি মহোদয়ের প্রশ্নের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহাদের মুখ হইতে স্বীকার করাইয়া লইতেছিলেন, এবং নিজেও সেই সব স্বীকারোক্তিগুলাকে অতিরঞ্জিত এবং বিকৃত করিয়া জুরীর সম্মুখে ধরিতেছিলেন।

মিঃ কাজ্‌ম্যান হত্যা ও ডাকাতি অপরাধে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে জেরা করিতেছিলেন। কি উদ্দেশ্য লইয়া এই জেরা আরম্ভ হয় দেখা যাউক্। আদালত বলিতে চাহিতেছিলেন, জন্‌সন্‌-গ্যারেজে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির সশঙ্কভাব এবং থানায় ভীত হইয়া তাঁহাদের মিথ্যা কথা বলা, এ ব্যাপার গুলার একমাত্র তাৎপর্য্য হইতেছে, তাহারাই পারমেণ্টার ও বেরারডলির হত্যাকারী। প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদীদের উকিল বলিলেন, সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির উক্ত রূপ আচরণের প্রকৃত কারণ হইতেছে, তাহারা 'রেড'দলের লোক বলিয়া পুলিশের ভয়ে ভীত

হইয়া উঠিয়াছিল। এখন বাস্তবিক তাহারা 'রেড্'দলের লোক, না তাহাদের সন্দেহজনক আচরণের একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিবার উদ্দেশ্যে 'রেড্' বলিয়া ভান করিতেছে, এই বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য মিঃ কাজ্ম্যান তাহাদিগকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। জেরার ধরণ দেখিয়া কিন্তু স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে মিঃ কাজম্যানের মনোগত অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষী নহে, তাহারা যে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি উল্টাইয়া দিবার চেষ্টায় তৎপর এবং এই উদ্দেশ্যে সোশ্যালিজ্ম্ র‍্যাডিক্যালিজ্ম্ প্রভৃতি মত প্রচার করিয়া থাকে ও তৎসম্পর্কীয় কাগজপত্র ও বই বিলি করে, অর্থাৎ এক কথায় তাহারা যে আমেরিক যুক্তরাষ্ট্রের ঘোর শত্রু, এই কথাটা মিঃ ক্যাজ্ম্যান জেরার দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

মিঃ ক্যাজ্ম্যান উক্ত চেষ্টার ফলে এই হইল যে, নিউ-ইংল্যাণ্ডের স্বজাত্যভিমানী জুরর্রা আসামী দুই-জনকে বিজাতীয় মতাবলম্বী অতএব স্বদেশের শত্রুরূপে ধারণা করিয়া তাহাদের প্রতি গভীর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ সে সময়ে সারা আমেরিকার

সর্ব্বস্তরের লোকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিদেশী-বিদ্বেষের স্রোত বহিতেছিল। জুরর্‌দের মতামতের উপরেই সাকো ও ভ্যাঞ্জেটির জীবন মরণ নির্ভর করিতেছিল, কাজেই তাহাদের চিত্ত ব্যক্তিগত আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ায় আসামীদের পক্ষে ন্যায়বিচারের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া গেল।

জুরিকে প্রতিবাদীদের উপর ক্রুদ্ধ ও বিরূপ করিয়া তুলিবার জন্য দায়ী প্রধানতঃ মিঃ কাৎজ্‌ম্যান। পাব্‌লিক্ প্রসিকিউটার (অর্থাৎ সরকারী উকিল) ও সাধারণ উকিলের কর্ত্তব্যের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য। সাধারণ উকিলে নিজের মক্কেল্‌কে ন্যায় অন্যায় যে কোন উপায়েই হউক বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, বিরুদ্ধ পক্ষের দোষ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু পাব্‌লিক্ প্রসিকিউটারের এরূপ পক্ষাবলম্বন একেবারেই গর্হিত। তাঁহার কর্ত্তব্য হইতেছে প্রকৃত অপরাধীর দণ্ডবিধান করান, তাহা না করিয়া তিনি যদি কোনওরূপ ক্রোধ বা আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া যেন তেন প্রকারেণ আসামীকে দণ্ডিত করাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার কর্ত্তব্যের হানি হইল।

এ ক্ষেত্রে মিঃ কাৎজ্‌ম্যানের আদ্যোপান্ত ব্যবহারে

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল যে প্রকারেই হউক আসামীদিগকে দণ্ডিত করান, সে যদি জুরর্‌দের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া হউক, অথবা তাহাদের অন্ধ স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াই হউক। আর বিচারপতি থেইয়ার ও জিলা এটর্ণির (পাব্‌লিক প্রসিকিউটার) এইরূপ অবৈধ কার্য্যের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, এমন কি সহায়তা করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাক্কোর সুদীর্ঘ জেরার মধ্যে প্রতিবাদীদের উকিল আটবার মিঃ কাজ্‌ম্যানের প্রশ্নে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই থেইয়ার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, তিনি ও প্রতিবাদীদিগকে যে কোন উপায়ে দণ্ডিত করিতে বদ্ধপরিকর, ন্যায়বিচারের দিকে তাঁহার আদৌ মনোযোগ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিঃ কাজ্‌ম্যান ও বিচারপতি থেইয়ার যে ছলে কৌশলে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির দণ্ডবিধান করাইতে সমুৎসুক ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগও তাহাদিগকে দণ্ডিত করাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহার যথেস্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মিঃ কাজ্‌ম্যান জুরীর উদ্দেশ্যে শেষ যে কয়টী কথা বলেন তাহা এইরূপ :—

জুরীর ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা মানুষের মত আপনাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করুন। হে নর্‌ফোকের অধিবাসীগণ, আপনারা এক হইয়া দাঁড়ান।

জুরীকে উদ্দেশ্য করিয়া বিচারপতি থেইয়ারের উক্তির গোড়ার ভাগটা নিম্নরূপ :—

মাসাচুসেট্‌ রাজ্য আপনাদের উপর এক গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়াছে। যদিও আপনারা জানিতেন, কার্য্যটা কঠিন, ক্লেশদায়ক ও ক্লান্তিজনক হইবে, তথাপি প্রকৃত সৈনিকের মত আপনারা আমেরিকার প্রতি অসীম ভক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া, সে আহ্বানে সাড়া দিলেন।

এ যেন যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে সৈন্যদলের প্রতি সেনাপতির উৎসাহবাণী। সাধারণ হত্যাসম্পর্কে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বিচারে জুরীর প্রতি এতাদৃশ উৎসাহবাণী প্রয়োগ করা কতদূর সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় তাহা পাঠকবর্গের বিচার্য্য।

প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে কি, বিচার বিভাগ বহুদিন হইতেই এই দুইজন 'রেড'কে আমেরিকা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহাদের অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায়, বিচার বিভাগ তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার ভরসা পায় নাই। বিশেষতঃ এই সময়টা উচ্চ আদালত সমূহে এই প্রকারের নির্ব্বাসন মামলার সুবিচারের সম্বন্ধে কড়া বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছিল। তাই সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি দৈবযোগে ব্রেণট্রি-হত্যা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইলে বিচার বিভাগ সুযোগ পাইল। বিচার বিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাকো ও ভ্যাঞ্জেটিকে হত্যার অভিযোগে দণ্ডিত করান এবং এই উপায়ে তাহাদের 'রেড্' সম্পর্কীয় কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া। বিচারবিভাগের যে সব কর্ম্মচারী এই মামলায় লিপ্ত ছিল তাহারা এইরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছিল যে, সাউথ-ব্রেণট্রির হত্যাকাণ্ডটা পেশাদারি

খুনেদের কীর্ত্তি, আর সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি যদিও এনার্কিষ্ট্ দলের লোক ছিল এবং তৎসম্পর্কীয় আন্দোলনাদিতে যোগ দিত, কিন্তু তাহারা দস্যুতস্কর শ্রেণীর লোক ছিল না। এইরূপ মত পোষণ করা সত্বেও উক্ত কর্ম্মচারীরা সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে হত্যাপরাধের জন্য দণ্ডিত করাইবার কার্য্যে জিলা-এটর্ণির সহকারিতা করিয়াছিল।

এই সব গুপ্ত কথা সম্প্রতি দুইজন ভূতপূর্ব্ব সরকারী কর্ম্মচারীর এজাহারে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত দুই জনের একজন পঁচিশ বৎসর কাল পোষ্ট অফিসের ইন্‌স্‌পেক্টার ছিলেন এবং উভয়েই এক্ষণে ভদ্রজনোচিত পদে প্রতিষ্ঠিত, কাজেই ইঁহারা কোনও প্রকার নীচ স্বার্থের বশে সরকারী কর্ম্মচারীদের চক্রান্ত ফাঁস করিয়া দিবেন, এরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই, তদ্ব্যতীত এপ্রকার গুরুতর অভিযোগের বিরুদ্ধে, জিলা এটর্ণি বা বিচার বিভাগ কোন পক্ষ হইতেই কোনও প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে তাহাদের রাষ্ট্রীয় মতবাদের অপরাধে দণ্ডিত করাইবার জন্য বিচার বিভাগের লোকেরা অশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আইনের বিচারে তাহাদের

রাজনৈতিক অপরাধ সম্পর্কে দণ্ডনীয় হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, অর্থাৎ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাবশতঃ, বিচার বিভাগের লোকেরা সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির বিরুদ্ধে এক মিথ্যা অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে উদ্যত হইল। বিচারপতি থেইয়ার এবং জিলা-এটর্ণি মিঃ কাজ্‌ম্যান, বিচার বিভাগের উক্ত অসাধু কার্য্যে সহায় হইলেন।

সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির হত্যাপরাধ সপ্রমাণ করিবার দিকে মিঃ কাজ্‌ম্যান বা বিচারপতি থেইয়ার, কাহারও বড় একটা লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু হত্যার অভিযোগে তাহাদের দণ্ডবিধান করাইবার জন্য তাঁহাদের আচার ব্যবহারে এক হিংস্র আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই দিবস জুরী সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে হত্যাপরাধে দোষী বলিয়া মত দিল। ইহার কিছু পরে প্রতিবাদী-পক্ষের উকিলের চেষ্টায় একরাশ নূতন সাক্ষ্য সংগৃহীত হইলে, সেই নূতন সাক্ষ্যের বলে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করা হইল। এই আবেদন (motion, মোসন) গুলার শুনানি বিচারপতি থেইয়ারের সম্মুখে হয়, কিন্তু তিনি প্রত্যেক আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর, আরও কতকগুলা আবেদনের শুনানি হয়। এই সময়ে মিঃ উইলিয়াম জি টম্‌সন নামক মাসাচুসেট্‌ রাজ্যের এক প্রতিভাবান্‌ ও তেজস্বী আড্‌ভোকেট্‌ প্রতিবাদীদের পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। মিঃ টম্‌সনের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, প্রতিবাদীরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ, সেইজন্য রাষ্ট্রীয় মতবাদে রক্ষণশীল হইয়াও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য দুইজন সোশ্যালিস্টের মামলা তদ্বিরের ভার লইলেন। সাক্কো ভ্যাঞ্জেটির নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য মিঃ টম্‌সন তাঁহার সমগ্রশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বাহুল্য ভয়ে মাত্র দুইটী মোশনের (আবেদন) বিবরণ দেওয়া গেল।

গোল্ড মোশন।

গোল্ড নামক এক ব্যক্তি কারখানার লোকজনদের নিকট ক্ষুর শা'ন দিবার পেস্ট বিক্রয় করিত, এই ব্যক্তি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক হলফনামা দেয়। সে, ১৯২০ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে বিকাল প্রায় তিনটার সময় সাউথ ব্রেণট্রিতে উপস্থিত হইল এবং জুতার কারখানার লোকেরা কোথায় বেতন পায় খোঁজ করিল। একজন তাহাকে বলিল "ঐ যে খাজাঞ্চি যাচ্ছে; ওর পিছন পিছন যাও," আর সে রাস্তা দিয়া পারমেণ্টার ও বেরার্ডেলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, এমন সময় অকস্মাৎ গুলি আরম্ভ হইল। একটা মোটর গাড়ী তাহার পাঁচ ফিট্ দূর দিয়া চলিয়া গেল; সে দেখিল রিভলভার হাতে একজন লোক গাড়ীর পিছনকার সিট্ হইতে সম্মুখের সিটে চালকের ডান দিকে উঠিয়া আসিল এবং সেই লোকটা তাহার দিকে রিভল্‌ভার লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল, গুলিটা তাহার ওভারকোট ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। দেখা যাইতেছে যে, যে লোকটা গুলি করিয়াছিল তাহাকে দেখিবার সুবিধা গোল্ড উভয় পক্ষের

অপরাপর সাক্ষীদের অপেক্ষা বেশী পাইয়াছিল। সে পুলিশের নিকট নিজের নাম ও ঠিকান দিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয় নাই। এই নূতন সাক্ষ্যের জোরে পুনর্বিচারের জন্য একটা আবেদন করা হইয়াছিল। বিচারের পরে গোল্ড যখন সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে দেখিল তখন সে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিল যে ইহাদের কেহই মোটর-গাড়ীর দৃষ্ট ব্যক্তি নহে। বিচারপতি থেইয়ার এই বলিয়া গোল্ড মোশন প্রত্যাখ্যান করিয়া দিলেন যে, গোল্ড ১৯২০ সালের ১৫ই এপ্রিল হইতে ১৯২১ সালের ১০ই নভেম্বর পর্যান্ত এই আঠার মাস সাক্কোকে না দেখিয়া ও যে তাহার চেহারা মনে রাখিতে পারে একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। এস্থলে থেইয়ার একটা বিষম ভুল করিলেন। গোল্ড তাহার হলফনামায় এমন কোন কথাই বলে নাই যে সে সাক্কোর আকৃতি স্মরণ রাখিয়াছে। সে কেবল বলিয়াছে যে, যে লোকটাকে সে ১৯২০ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে দেখিয়াছিল সে লোকটা সাক্কো নহে, সাক্কোর চেহারা আঠার মাস ধরিয়া মনে করিয়া রাখা দূরের কথা জেলে দেখিবার আগে সে সাক্কোকে আদপে দেখেই নাই।

প্রক্টর মোশন। প্রক্টর নামক এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর এই মোশন করা হয়।

প্রক্টর সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির বিচারান্তের সময় মাসাচুসেট্ রাজ্যের পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। পুলিশ বিভাগের তেইশ বৎসর কাজ করার দরুণ, বুলেট ও রিভল্ভার পরীক্ষায় প্রক্টরের বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছিল। এক্ষণে বিচারবিভাগের পক্ষ হইতে (অর্থাৎ রাজ্যের পক্ষ হইতে) এই প্রক্টর ও ভ্যান্ আম্বার্গ নামে অপর একজন' সাক্কো-ভ্যাঞ্জেটি মামলার বন্দুকগুলি পরীক্ষার বিশেষজ্ঞরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। এখন জুরীকে নিঃসন্দেহে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, যে গুলিটা বেরার্ডেলির মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল সেটা সাক্কোর পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির অপরাধের প্রমাণ দুর্ণিবার হইয়া উঠে। বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রক্টর কাপ্তেন ভ্যান আম্বার্গের সঙ্গে সাক্কোর পিস্তল ও বেরার্ডেলির প্রাণান্তকারি বুলেট্টা লইয়া নানারকমে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলে প্রক্টর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সেই মারাত্মক বুলেট্টা সাক্কোর পিস্তলে অনুরূপ কোনও পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেটা যে

সাক্কোর পিস্তল হইতেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারটা বিচারান্তের পূর্ব্বে হয়। প্রক্টর জিলা এটর্ণিকে উক্ত বিষয় জানাইলেন যে, এবং বলিলেন যে,আদালতে তাঁহাকে (প্রক্টর কে) যদি এইভাবে প্রশ্ন করা হয় যে, বুলেট্টা সাক্কোর পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, তাহা হইলে প্রক্টর উত্তরে "না" বলিতে বাধ্য হইবে। আদালতে বিচারকালে জিলা এটর্ণি প্রক্টর কে কৌশলে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন :—

প্র—তিন নম্বরের বুলেট্টা (অর্থাৎ মারাত্মক বুলেট্টা) এই পিস্তল (সাক্কোর পিস্তল) হইতে ছোড়া হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে ?

উ—আছে

প্র—তোমার বক্তব্য কি ?

উ—আমার বক্তব্য হইতেছে, এই বুলেট্টার এই পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়াটা অসঙ্গত নয়।

এই সাক্ষ্য সম্বন্ধে জিলা এটর্ণি জুরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—"আপনারা অন্যসব সনাক্ত-সাক্ষ্য (identification testimoney) উপেক্ষা করিয়া কেবল

এই বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্যের উপর মতগঠনের জন্য নির্ভর করিতে পারেন।" বিচারক হেইয়ার ও উক্ত সাক্ষ্যের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন :—

উক্ত সাক্ষ্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, যে বুলেট্‌টা বেরারডেলির প্রাণহরণ করিয়াছিল সেটা সাক্কোর পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপ জিলা এটর্ণি ও বিচারপতির উভয়ের দ্বারা প্রক্টরের দুইকথায় সাক্ষ্যটা যেরূপে ব্যাখ্যাত হইল, জুরীও কাজে কাজেই সেইরূপ বুঝিল। অনন্তর দণ্ডাজ্ঞা জারি হইবার পরে প্রক্টর এক এফিডেভিট্‌ দাখিল করিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—

আমি তখন সাক্ষ্য দিয়াছিলাম যে, বুলেট্‌গুলার মধ্যে একটা বুলেট ৩২ কালিবারের কোল্ট অটোম্যাটিক পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এখনও আমার সেই বিশ্বাস রহিয়াছে। কিন্তু আমি হাজার চেষ্টা করিয়াও এমন কোনও প্রমাণ খুঁজিয়া পাই নাই যে, বেরারডেলির দেহ হইতে যে শ্রেণীর বুলেট্‌টা পাওয়া গিয়াছিল সেটা সাক্কোর পিস্তল হইতেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আদালতে আমাকে যেরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল আমি তাহার অনুরূপ

উত্তর দিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু সে উত্তরের দ্বারা আমি এমন কথা বুঝাইতে চাহি নাই যে, উক্ত বুলেট্‌টা সাক্কোর পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার প্রমাণ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি ইত্যাদি।

এই সাক্ষ্যটার জোরে পুনর্বিচারের জন্য একটা আবেদন করা হয়। প্রক্টরের এফিডেভিট্‌টার মূলকথা এইরূপ :—

বিচারান্তের পূর্ব্বে মিঃ কাজ্‌ম্যান কথাবার্ত্তায় প্রক্টরকে এমন ইঙ্গিত করেন যে, তিনি যখন আদালতে প্রক্টরকে বুলেট্‌টা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাদি করিবেন তখন প্রক্টর যে এইরূপ উত্তর দেন যাহাতে জুরি ও আদালত বুঝে যে প্রক্টর বুলেট্‌টাকে সাক্কোর পিস্তলনিক্ষিপ্ত বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। বুলেট্‌টাকে পরীক্ষা করিবার পর প্রক্টর মিঃ কাজ্‌ম্যান্‌কে জানাইলেন যে, আদালতে তিনি যদি প্রক্টরকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেন যে, বুলেট্‌টা সাক্কোর পিস্তল নিক্ষিপ্ত বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কি না, তাহা হইলে প্রক্টর সোজাসুজি জবাব দিতে বাধ্য হইবেন "না"। তাহার পর আদালতে মিঃ কাজ্‌ম্যান্‌ যেরূপ প্রশ্ন করেন এবং প্রক্টর যে প্রকারের উত্তর দেন, তাহাতে জুরী ও বিচারপতির সহজেই এইরূপ

ধারণা হইল যে, প্রক্টর বুলেট্‌টা সাক্কোর পিস্তল নিক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন ; তাঁহারা মিঃ কাজ্‌ম্যান ও প্রক্টারর পূর্ব্বপরামর্শের কথা অবগত ছিলেন না।

যাহা হউক, এক্ষণে প্রক্টর এফিডেভিট্‌-এ মিঃ কাজ্‌ম্যানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিলেন, মিঃ কাজ্‌ম্যান সে অভিযোগ অস্বীকার করিতে সমর্থ হইলেন না। বিচারপতি মহাশয় কিন্তু কতকগুলা বাজে কারণ দেখাইয়া প্রক্টরের এফিডেভিট্‌কে প্রত্যাখ্যান করিয়া পুনর্বিচারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত কারণের দুই একটা দেওয়া গেল। প্রথমতঃ তিনি বলিলেন যে মিঃ কাজ্‌ম্যান প্রক্টরকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোনও প্রকারের হেয়ালী ছিল না, সুতরাং প্রক্টর সোজা উত্তর দিলেন না কেন যে তিনি সাক্কোর বুলেট্‌টা সনাক্ত করিতে পারেন নাই ? সুতরাং প্রক্টরই দোষী। বিচারপতি পুনর্বিচারের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের আর একটা কারণ দিলেন যে, প্রক্টর সাক্ষ্য প্রদানকালে বলিয়াছিলেন যে, মারাত্মক বুলেট্‌টা সাক্কোর পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু এমন কোনও কথা বলেন নাই যে, উক্ত বুলেট্‌টা সাক্কোর পিস্তল হইতেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

অথচ বিচারপতি বিচারের সময়ে প্রক্টরের সাক্ষ্যটার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছিলেন পাঠকরা স্মরণ করিবেন, এবং জুরীও সেই ব্যাখ্যাটাকে মানিয়া লইয়া সাক্ষ্যটাকে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির হত্যাপরাধের একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেই সাক্ষ্যটার দ্বারা সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির যতদূর ক্ষতি হইবার পর, এক্ষণে বিচারপতি থেইয়ার সে সাক্ষ্যটার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, সেটাকে জুরী যে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে নাই, এই কথাটা বুঝাইতে চাহিলেন। এই গেল প্রক্টর মোশনের বিবরণ।

আর একটী সম্পূর্ণ নূতন সাক্ষ্য অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া গেল, তদ্দ্বারা কেবল যে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইল তাহা নহে, প্রকৃত দোষীদের অস্তিত্বও সন্ধান পর্য্যন্ত নিরূপিত হইল। এ ব্যাপারটার একটু সবিস্তার বর্ণনা প্রয়োজন।

ব্যাপারটা এইরূপ। মাদিরস্ নামে এক দাগী ছোক্‌রা পর্ত্তুগীস্ ১৯২৫ সালে সাক্কোর সঙ্গে একই কারাগারে আবদ্ধ ছিল। মাদিরস্ ব্যাঙ্ক ডাকাতি করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে তাহার দণ্ডের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীলের ফলাফল প্রতীক্ষা

করিতেছিল। ১৮ই নভেম্বর তারিখে এই মাদীরস্ জেলের এক সংবাদবাহকের দ্বারা সাক্কোকে এই মর্ম্মে এক লিপি প্রেরণ করে ঃ—

আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি সাউথ ব্রেণটির জুতার কারখানা সম্পর্কীয় হত্যাব্যাপারের মধ্যে ছিলাম, সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি সে ব্যাপারে ছিল না।

সেলেস্তিনো এক মাদিরস্।

সাক্কোর উকিল এই লিপির সংবাদ পাইয়াই মাদিরসের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, মাদিরস্ ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার সাক্কোকে এই কথা জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিল যে, সে (মাদিরস্) ব্রেণট্রি খুনের আসল কর্ত্তাদের জানে, কিন্তু সাক্কো তাহাকে পুলিসের গুপ্তচর সন্দেহ করিয়া তাহার কথায় আমল দেয় নাই। যাহা হউক অতঃপর মাদিরসের সঙ্গে সাক্কোর উকিল ও আদালতের পক্ষে লোক সাক্ষাৎ করিলেন, জিলা এটর্ণি মিঃ কাজ্ম্যান মাদিরস্কে জেরা করিলেন, মাদিরস্ নিজে অনেকগুলা এফিডেভিট্ দিল, এসকল হইতে মোটামুটি যাহা জানা গেল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

মাদিরসের কথা ঃ—

১৯২০ সালে মাদিরস প্রভিডেন্সে বাস করিতেছিল, তখন তাহার বয়স আঠার বৎসর। এই অল্প বয়সেই সে ইতিপূর্ব্বে আদালতে বহুবার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছিল. একদল ইতালিয়ান ডাকাতদের সঙ্গে তাহার যোগও ছিল। একদিন সন্ধ্যায় তাহারা প্রভিডেন্সের এক মদের দোকানে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে এমন সময় দলের কয়েকজন সাউথব্রেণট্রিতে এক বেতন লুঠ ব্যাপারে যোগ দিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিল। মাদিরসের পক্ষে ওরকম ডাকাতি নূতন, কিন্তু সঙ্গীরা তাহাকে বলিল যে, তাহারা ওরকম অনেক ডাকাতি করিয়াছে, এবং তাহাকে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে স্বীকৃত করিল। নেহাৎ অল্প বয়স্ক এবং ওরূপ কার্য্যে নূতন বলিয়া তাহার উপর স্বল্পায়াসসাধ্য এক কাজের ভার দেওয়া হইল। ঠিক্ হইল যে, সে মটর-গাড়ীর পিছনকার সিটে রিভল্‌ভার হাতে বসিয়া থাকিবে এবং লোকজন গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিলে তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিবে। ১৯২০ সালের ১৫ই এপ্রিল পূর্ব্বোক্ত মত্‌লব কার্য্যে পরিণত হইল। দলে মাদিরস্ ছাড়া আর তিন জন ইতালিয়ান ও অপর একজন

ছিপ্‌ছিপে গড়নের পাতলা চুল ওয়ালা লোক ছিল, এই শেষোক্ত লোকটী গাড়ী চালাইতেছিল। ডাকাতরা দুইটা মটর-গাড়ী ব্যবহার করিয়াছিল, হাড্‌সন্‌ গাড়ী করিয়া রাণ্ডকের নিকটে এক বনের ভিতর পর্য্যন্ত যায়, সেখানে দলের অপর একজন একটা বুইক গাড়ী লইয়া আসে, তাহাতে করিয়া তাহারা সাউথ ব্রেণট্রি রওনা হয়। সাউথ ব্রেণট্রিতে তাহারা পৌঁছিল দুপুরবেলায়। হত্যাকাণ্ডের সময় গুলি ছুড়িয়াছিল দলের মধ্যের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ এক ইতালিয়ান, বয়স তাহার চল্লিশ হইবে এবং আর একজন লোক। দলের অন্যান্য লোকরা নিকটেই মটর-গাড়ীতে অবস্থান করিতেছিল। হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই সময়ই গাড়ীটা নিকটে অসিয়া লাগিল, হত্যাকারীদের এবং লুণ্ঠিতমাল গাড়ীতে উঠাইয়া লইল এবং পলায়ন করিল। রাণ্ডকের পূর্ব্বোক্ত বনে পৌঁছিবার পর ডাকতরা বুইক্‌ গাড়ী ছাড়িরা হাড্‌সন্‌ গাড়ীটায় উঠিয়া প্রভিডেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তৎপরে তাহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, পরের দিন রাত্রিতে মাদিরস্‌ দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে প্রভিডেন্সের এক মদের দোকানে সাক্ষাৎ করিবে, তথায় লুঠের মালের বখরা হইবে। এই ব্যবস্থা কার্য্যে

৬

পরিণত হইয়াছিল কিনা সে কথা মাদিরস্ কিছুতেই বলিতে চাহিল না, আর বলিতে চাহিল না ব্রেণটি হত্যাকাণ্ডের সহচরদের নাম। তথাপি সুদক্ষ উকিল মিঃ টম্‌সন নানা কৌশলে মাদিরসের নিকট হইতে যে সব তথ্য বাহির করিলেন, তাহাতে তাহার কাহিণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

মাদিরসের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া অনুসন্ধান করিবার ফলে দেখা গেল যে, বাস্তবিক প্রভিডেন্সে ও নিউবেডফোর্ডে মরেলি নামধেয় একটা দল আছে, পুলিশের নিকট সে দলটা পেশাদার বদ্‌মাইসদের দল বলিয়া সুপরিচিত। ব্রেণট্রি হত্যার সময় এই দলের অনেকে মালগাড়া লুঠের অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উপস্থাপিত হয়, তাহার দুইটা অভিযোগ ছিল, সাউথ ব্রেণট্রির স্লেটার এণ্ড মরিল জুতার কারখানা ও রাইস্ এণ্ড হাচিন্‌স্ নামক ঠিক পাশের আর একটা জুতার কারখানার জুতা বোঝাই গাড়ী লুঠ করিবার সম্পর্কে। এই শেষোক্ত চৌর্য্য কর্ম্মটী সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে দলের একজন কারখানা দ্বয়ের আশেপাশে ঘুরিয়া কয়েকদিন ধরিয়া আবশ্যক খবর সংগ্রহ করিয়াছিল, ইহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হইল'

এই মরেলি দলের লোকরা উক্ত চুরির অভিযোগে জামিনে খালাস পাইয়া বিচারের দিনের অপেক্ষায় ছিল, এই সময়ে নিজেদের পক্ষে উকিল নিয়োগের জন্য অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হয়; কিন্তু এক চুরি ডাকাতি ছাড়া অর্থোপার্জ্জনের অন্য পন্থা তাহাদের ছিল না, কাজেই অর্থের দায়ে তাহারা যে উক্ত ডাকাতি ও হত্যা করিবে তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই, কারণ তাহাদের পেশাই ছিল চুরি ডাকাতি। ২৫শে মে পর্য্যন্ত তাহারা ছাড়া ছিল, উক্ত দিবস বিচারে তাহাদের নির্ব্বাসদণ্ড বিহিত হয়। মাদিরসের বর্ণিত দলের লোকদের সঙ্গে মরেলি-দলের লোকদের হুবহু মিল পাওয়া গেল। মাদিরস্ বলিয়াছিল, গুলি ছোড়া কয়েটা করিয়াছিল দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ একজন ইতালিয়ান্, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মরেলি দলের নেতার নাম জো মরেলি তাহারও বয়স ছিল ঊনচল্লিশ বৎসর। সরকার ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষারা সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, খুনে-গাড়ীটায় ছিল একজন কৃশকেশ ব্যক্তি, তাহাকে দেখিয়াই রুগ্ন বলিয়া প্রতীতি হইতেছিল। মাদিরসের প্রদত্ত চালকের বর্ণনার এ বর্ণনা অবিকল মিলিয়া গেল। মারাত্মক বুলেট্‌টা ৩২ কোল্ট পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পরীক্ষার

দ্বারা প্রকাশিত হয়; জো মরেলির কাছে এই সময় একটা ৩২ কোল্টা পিস্তল ছিল; আর জোর সঙ্গী ম্যান্‌সিনির নিকটে যে পিস্তলটা পাওয়া যায় সেটা হইতে অপর পাঁচটা বুলেট্‌ নিক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোনও প্রকার অসঙ্গতি দেখা গেল না। এমন কি, নিউ বেডফোর্ডের পুলিশ এই মরেলিদলকে সত্যসত্যই ব্রেণট্রি হত্যা সম্পর্কে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি গ্রেপ্তার হওয়ায় তাহারা ও বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিল না। লুণ্ঠিত অর্থ সম্বন্ধেও একটা কিনারা পাওয়া গেল। ব্রেণট্রি কাণ্ডের অনতিপরেই মাদিরস্‌ প্রায় একশ ডলার চুরি করার অপরাধে পাঁচ মাস কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার খালাসের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, ব্যাঙ্কে তাহার নামে ২৮০০ ডলার মজুত রহিয়াছে, এই অর্থে সে পশ্চিম ও মেক্সিকো ভ্রমণে রওনা হইল। মাদিরস্‌ এফিডেভিটে বলিয়াছিল, হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল তাহাকে লইয়া ছয়জন, গাড়ীতে পাঁচজন, এবং আর একজন যে ব্যক্তি বনে গাড়ী লইয়া আসে; আর লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৫৭৭৬ ডলার, কাজেই মাদিরসের ওরূপ অকস্মাৎ পাওয়া অর্থ যে তাহার এই লুঠের ভাগ একথা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নহে।

তবে একটা কথা উঠে যে, মাদিরসের মত একটা দাগী লোক যে পরোপকার করিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতে প্রস্তুত হইবে, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। মাদিরস্ একেই একটী হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আপীলের ফলাফলের দিন গণিতেছিল, আর সে মামলায় তাহার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণের অভাববশতঃ তাহার নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনাও ছিল, এরূপ ক্ষেত্রে সে যে অন্য একটা হত্যাকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করিয়া নিজের ফাঁসির ব্যবস্থা পাকা করিয়া তুলিবে, শুধু দুইজন নির্দোষ ব্যক্তির উপর করুণাপরবশ হইয়া, এরূপ অনুমান করিতে বিলক্ষণ খট্‌কা লাগে। যদি বলা যায় যে, প্রতিবাদী পক্ষ হইতে তাহাকে টাকার লোভ দেখাইয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত করাণ হইয়াছিল। আদালত কিন্তু স্বীকার করিলেন যে প্রতিবাদীর তরফ হইতে এরূপ কোনও উদ্যম করিবার প্রমাণ আদপে পাওয়া যায় না। আর যদিই বা টাকার লোভ মাদিরস্‌কে দেখান হইয়া থাকিত, তথাপি ব্রেণট্রি হত্যায় তাহার সংস্রব ছিল এই স্বীকারোক্তিতে তাহার প্রাণদণ্ড যে দুর্নিবার হইয়া উঠিবে, এ জ্ঞান মাদিরসের ভালমতেই ছিল, সুতরাং অর্থ লোভের কথাটা একেবারেই ভিত্তিহীন।

তবে তাহার এবম্বিধ স্বীকারোক্তির কারণ কি? কারণ সে নিজ মুখেই বলিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "আমি সাক্কোর স্ত্রী ও কাচ্চাবাচ্চাদের জেলে আসতে দেখ্‌লাম্, দেখে কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য আমার মনটা ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা দেখিলাম যে, সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি জুরীকর্ত্তৃক ব্রেণট্রি হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হইবার পর, তাহাদের সম্বন্ধে এমন কতকগুলা সম্পূর্ণ নূতন সাক্ষ্য জুটিয়া গেল যদ্দারা সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি উক্ত হত্যা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল কিনা তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহের অবকাশ আসিয়া পড়িল। উক্ত সাক্ষ্যরাজির বলে প্রতিবাদী-পক্ষ পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিল। এস্থানেও বিচারপতি থেইয়ার ধর্ম্মাধিকরণের বিচারাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। সাদা বুদ্ধিতে দেখিলে পুনর্বিচারের জন্য উক্ত নূতন সাক্ষ্যগুলাকে যথেষ্ট কারণ বলিয়া বোধ হইবে। বিচারপতি থেইয়ারের বিচারবুদ্ধি কিন্তু সে সময়ে বিদ্বেষ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র আমেরিকার উপর দিয়া সে সময় বিদেশী বিদ্বেষের যে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, সে ঝড়ের ঝাপ্‌টা আদালতের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল, এবং বিচারকের ন্যায়বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। বিচারপতি থেইয়ারের এই সময়কার কর্ত্তব্য হইতেছিল বিচার করিয়া দেখা যে,

নূতন জুরীর পক্ষে নূতন সাক্ষ্যরাজির পরীক্ষার দ্বারা, পূর্ব্ব জুরীর সিদ্ধান্ত হইতে কোনও বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, কারণ তাহাতেই পুনর্বিচারের সার্থকতা। পাঠকরা স্মরণ রাখিবেন যে, পূর্ব্ব জুরীর সম্মুখে নূতন সাক্ষ্যগুলা উপস্থিত ছিল না, সুতরাং পুনর্বিচারের জন্য যে নূতন জুরী গঠন করা আবশ্যক, সে জুরী নিঃসন্দেহে নূতন অভিমত প্রকাশ করিবে, পূর্ব্ব জুরীর সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিবে। কাজেই থেইয়ার ওদিক্ মাড়াইলেন না। তিনি নূতন সাক্ষ্যগুলা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য তৈয়ারী করিলেন। মন্তব্যটী মিথ্যা যুক্তি তর্কে পূর্ণ, পদে পদে ভ্রমপ্রমাদ, দুরুদ্ধৃত ও মিথ্যোক্তি দ্বারা সঙ্কুল ও ভারগ্রস্ত। তাহার মুল বাক্তব্যাপি কিন্তু খুব সরল ও ক্ষুদ্র। নূতন সাক্ষ্যরাজির দ্বারা নূতন কিছু ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই, এই কথাটাই থেইয়ার তাঁহার সুদীর্ঘ মন্তব্যের মধ্যে নানাপ্রকারে প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ পুনর্বিচারের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। মাসাচুসেটের সুপ্রীম জুডিসিয়াল কোর্টও উক্ত বিষয় লইয়া বেশী টানাহেঁচড়া করিতে অনিচ্ছুক হইয়াই বোধ হয় থেইয়ারের মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া আদিবিচারের নিষ্পত্তিই বাহাল রাখিলেন।

পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন, গোড়া হইতেই বিচারপতি থেইয়ারের আচরণটা ঠিক ন্যায় বিচারের আদর্শ মানিয়া চলে নাই। পক্ষপাতশূন্য বিচারকের অপেক্ষা পক্ষাবলম্বী ব্যবহার জীবের ভাবটাই থেইয়ারের ব্যবহারে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠকরা আরও দেখিয়াছেন যুক্ত-রাজ্যের বিচারবিভাগ (Department of justice) কিরূপে সাকো ও ভ্যাঞ্জেটিকে র‍্যাডিক্যালিজম্ অপরাধে আইনের নাগপাশে বাঁধিবার জন্য বহুদিন হইতেই চক্রান্ত করিতেছিল, কিরূপে পাবলিক্ প্রসিকিউটার মিঃ কাজ্‌ম্যানের সে চক্রান্তে যোগ ছিল এবং মিঃ কাজ্‌ম্যান কি প্রকার অবৈধ উপায় অবলম্বনে জুর্‌র্‌দিগকে প্রতিবাদীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করিবার সাধ্যমত প্রয়াস পান। এমত অবস্থায়, বাহিরের লোকেরা যে আদালতের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র নহে।

মাসাচুসেট্ রাজ্যের অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রলোক মামলাটা আগাগোড়া উৎসুকের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। পুনর্বিচারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে এই সব ভদ্রলোক সম্মিলিত হইয়া একটা সমিতি গঠন করিলেন এবং সাকো ও ভাঞ্জেটির মামলার পুনর্বিচার

করাইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই সহৃদয় ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উকিল হাকিম, সংবাদ পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি শ্রেণীর বিদ্বান্ ভদ্রবংশীয় লোক ছিলেন। রক্ষণশীলদলের (Conservative) অনেকেও অর্থাৎ যাঁহারা সোশ্যালিষ্ট্, র্যাডিক্যাল্ প্রভৃতি দলের ঘোর শত্রু, তাঁহারাও এই সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন। কয়েকটা বিখ্যাত সংবাদ পত্র এই সমিতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাক্কো ভ্যাঞ্জেটি মামলার প্রকৃত তথ্য সবিস্তার সমগ্র যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের গোচর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পুনর্বিচারের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে ইতালিয়ান রক্ষা সমিতির উল্লেখ করা হইয়াছে। মাসাচুসেট্-এর উক্ত সাক্কো ভ্যাঞ্জেটি রক্ষা সমিতি এই সমিতির সহিত একীভূত হইয়া প্রবল উদ্যমে কার্য্য চালাইতে লাগিল। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছিল; আমেরিকা ও ইউরোপের সর্ব্বত্র সাক্কো-ভ্যাঞ্জেটি বিচার বিভ্রাটের বৃত্তান্ত প্রচারিত করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, এবং এই উপায়ে মাসাচুসেট্ আদালতের অবিচারের বিরুদ্ধে এক বিরাট্ জনমত গঠিত করিয়া তুলা। সমিতির কার্য্যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন

হইয়াছিল, এদিকে প্রচার সমিতির সভ্যেরা প্রায় সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত, কাজেই আবশ্যক অর্থসংগ্রহের জন্য সকলকেই অল্পবিস্তর আর্থিকক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহার পর সমিতির কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতা ছিল, সমিতির অধিকাংশ কার্য্য গোপনে সম্পন্ন হইত। এই প্রকার নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সমিতি সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে বাঁচাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। সে চেষ্টার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় সাক্কো ভ্যাঞ্জেটি মামলার বৃত্তান্ত ক্রমশঃ আপামর সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইল। বিভিন্ন দেশের অনেক সংবাদপত্রে উক্ত ব্যাপার লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল, অনেক শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি উক্ত মামলা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তিন চার বৎসর ধরিয়া সমিতি সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে থাকে। এ তিন চার বৎসর সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি কারাগারের অন্ধকারময় অস্বাস্থ্যকর সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে প্রাণ দণ্ডের অপেক্ষায় পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। সুবিচারের আশা তাদের মনে অল্পই ছিল, কারণ র‍্যাডিক্যাল প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিক দলভুক্ত বিদেশীরা

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যুক্তরাজ্যে কি ভয়াবহ অবিচার ও উৎপীড়ন পাইয়া আসিতেছিল, তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না; কত ইতালিয়ান্ র‍্যাডিক্যাল যে পুলিশের কবলে পড়িয়া অপঘাতে জীবন হারাইয়াছে, তাহাও তাহাদের জানা ছিল। এই সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কারাগারের মধ্যে, অর্থাৎ গ্রেপ্তারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ফাঁসি পর্য্যন্ত সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটি বহুবার দারুণ পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল, মাঝে মাঝে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, এইরূপে জীবন্মৃত অবস্থায় তাহারা জীবন মৃত্যুর অনিশ্চয়তার মধ্যে কয় বৎসর জীবন কাটাইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে বাঁচান গেল না।

সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির ফাঁসির দিন ধার্য্য হইল। আর দুই তিন হপ্তার মধ্যে তাহাদের অসীম যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান। এসময়েও মাসাচুসেটের প্রচার সমিতি সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া আর একবার সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। সমিতির উদ্যমের ফলে ইতিমধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপে জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিতেছিল। মাসাচুসেটের গভর্ণর মহোদয় জনমতের চোখে ধূলা দিবার জন্য প্রকৃত ক্ষমতা

বৰ্দ্ধিত এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। কমিটিটি মামলার আদ্যোপান্ত নথিপত্তর আলোচনা করিয়া সরকারী লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া মত প্রকাশ করিল যে, মামলার মধ্যে কোনও প্রকারের অসঙ্গতি নাই, সুতরাং পুনর্বিচার নিষ্প্রোয়োজন। গভর্ণর কমিটির নিষ্পত্তি মানিয়া লইয়া সাক্কো ভ্যাঞ্জেটির মৃত্যুদণ্ড বাহাল রাখিলেন।

এই সময়ে আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্থানে স্থানে সোশ্যালিস্ট ও র‍্যাডিক্যাল দলগুলা সবিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটির ফাঁসি রদ্ করিবার উদ্দেশ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও অল্প বিস্তর চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯২৭ সালের ২৩শে আগস্ট, সাক্কো ভ্যাঞ্জেটির মৃত্যুদণ্ড হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাঠকদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, কেন এমন শোচণীয় অবিচার ঘটিল, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মত ডিমোক্র্যাটিক্ অর্থাৎ গণতন্ত্র শাসিত দেশে রাষ্ট্রীয় মতামতের অপরাধের দুইজন নিরীহ ইতালীয়ানের প্রাণদণ্ড বিহিত হইল কেন, এই প্রবল বিদেশী-বিদ্বেষের মূল কারণ কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে জন্য ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক পর্য্যন্ত বিচারবিধি পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, আমেরিকা সেই বিদেশী—বিদ্বেষের কারণটা জানিতে হইলে, একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতে হয়।

আমেরিকার আদি ঔপনিবেশিকরা প্রায় সকলেই ছিল জাতিতে ইংরেজ এবং ধর্ম্মে প্রটেস্ট্যাণ্ট। ইহারাই ধর্ম্মবিবাদজনিত অসহ্য অত্যাচার উৎপীড়নে উৎখাত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্রে সহস্রে সাগর অতিক্রম করিয়া বন জঙ্গলময়, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল ও আদিম জাতি পূর্ণ, আমেরিকায় আসিয়া বসবাস স্থাপন করে। ক্রমশঃ এই ঔপনিবেশিকদের আক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য

উৎসাহের ফলে অরণ্যানী পরিষ্কৃত হইল, হিংস পশুকুল ও আদিম অধিবাসিরা কতক বিতাড়িত কতক বা নিহত হইল। ক্রমশঃ ইওরোপীয় আদর্শে গ্রাম ও সহরের পত্তন হইল। এই গেল প্রথম ঔপনিবেশিকদের কথা।

উনবিংশশতাব্দীতে ইওরোপে নেপোলিয়নের আধিপত্য অবসান হইবার পর আর একটা বিপুল উপনিবেশ স্রোত ইউরোপ হইতে আমেরিকায় বহিল। এই ঔপনিবেশি-করা প্রধানতঃ ছিল জার্ম্মাণ ও আইরিশ। আয়রল্যাণ্ডে এই সময়ে এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয় এবং জার্ম্মাণীতেও ১৮৪৮ সালে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, তদ্ব্যতীত নূতন দেশের মোহও ছিল এই সকল কারণে ইওরোপ হইতে দলে দলে ঔপনিবেশিকরা আমেরিকায় সমাগত হইতে লাগিল। ১৮৯০ সালের পর হইতে আর এক ধরণের ঔপনিবেশিক-কুল আমেরিকা ভূমি প্লাবিত করিতে লাগিল। প্রথম দুইবারের ঔপনিবেশিকরা অধিকাংশ ছিল উত্তর ইওরোপের অধিবাসী, যথা ইংরেজ, স্কচ্, আইরিশ, ফরাসী ইত্যাদি; এবং ধর্ম্মেও তারা প্রধানতঃ ছিল প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ ক্রিশ্চান্। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে যে জনস্রোত ইওরোপ হইতে আমেরিকায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে জনস্রোতে উৎপত্তিস্থল, ইওরোপের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগ—যথা ইতালী,

অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, রাশিয়া, বালকান্ প্রদেশ। এইরূপে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপের ছত্রিশ জাতির ও ক্রিশ্চান ধর্ম্মের বিভিন্ন-শাখাবলম্বীদের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়া উঠিল।

একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আদিম ঔপনিবেশিকরা প্রধানতঃ ছিল উত্তর ইওরোপের বাসিন্দা, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও আয়ারল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, বেল্জিয়াম্, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ডেন্মার্ক, সুইডেন ও নরওয়ে এই সকল দেশের অধিবাসী। অনেক বিষয়ে এই বিভিন্ন দেশবাসিদের মধ্যে সাদৃশ্য ও মিল আছে, কাজেই আমেরিকায় পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া চলিতে ইহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। গণ্ডগোল বাধিল দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ইওরোপ হইতে সমাগত ক্যাথলিক্ ক্রিস্টানদের লইয়া। এই শেষোক্ত ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে আদি ও মধ্য ঔপনিবেশিকদের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, চিন্তা প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক পার্থক্য। এতাবৎকাল প্রথমবারের ঔপনিবেশিকদের রীতি নীতি আচার ব্যবহারই সমগ্র আমেরিকা সমাজে বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ইওরোপ হইতে আগত ঔপনিবেশিকরা কিন্তু সহজে নিজ জাতীয়তা জলাঞ্জলী দিয়া,

আমেরিক অর্থাৎ মুলতঃ বৃটিশ জাতীয় রীতি নীতি চিন্তা-ভাব প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারিল না। প্রথম প্রথম ত আমেরিক বনিয়া যাইবার বিরুদ্ধে তাহারা রীতিমত বিদ্রোহ-ভাব অবলম্বন করিতে লাগিল। দুই তিন পুরুষ পরে তাহাদের বিদ্রোহভাবটা কিছু নরম হইয়া আসিল বটে, কিন্তু আমেরিকার আদি ঔপনিবেশিদের বংশধরদের সঙ্গে তাহারা কোন ক্রমেই একেবারে মিশিয়া যাইতে পারিল না। ইহাই হইল গণ্ডগোলের মূল কারণ। ১৯২০ সালের লোক গণনা অনুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা নির্দ্ধারিত হয় দশকোটি পাঁচ লক্ষ, তাহার মধ্যে খাঁটি আমেরিকান সন্তানদের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি আশি লক্ষ। যাহারা স্বয়ং বিদেশে জন্মলাভ করিয়াছে, অথবা যাহাদের পিতা মাতা উভয়েই বিদেশে জন্মিয়াছে, এমন লোকের সংখ্যা ছিল তিন কোটি পয়ষট্টি লক্ষ, আর নিগ্রো অধিবাসিদের সংখ্যা ছিল এক কোটি পাঁচ লক্ষ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আদি আমেরিকানরা এখনও দলে ভারী, কিন্তু বিদেশীরা অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ইওরোপের অধিবাসীরা যে হারে প্রতি বৎসর আমেরিকায় আসিতেছিল, সে হার চলিতে থাকিলে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা সংখ্যা ভূয়িষ্ঠ হইয়া, আদি আমেরিকানদের

প্রতাপ প্রতিপত্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার প্রবল সম্ভাবনা এই আশঙ্কা ক্রমশঃই 'ষোলআনা' অর্থাৎ বিশুদ্ধ আমেরিকানদের মধ্যে গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে আমেরিকানরা খুব গর্ব্বভরে প্রচার করিত যে আমেরিকা হইতেছে বিশ্বের যত নিরাশ্রয় হাঘরে হাভাতে, লক্ষ্মীছাড়াদের পরম আশ্রয়। এখানে আসিয়া জগতের যাবতীয় গৃহহীন অন্নহীন আশাহীন লোকেরা নূতন জীবন আরম্ভ করে, এ দেশকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া মানুষ বনিয়া যায়। এমন-কি আমেরিকায় আসিয়া বাস স্থাপন করিবার জন্য আমেরিকার তরফ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ ইওরোপের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। তখন আমোরিকানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইওরোপের যে কোন অংশের লোকই হউক না কেন, একবার আমেরিকায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে এক পুরুষে না হউক দুই পুরুষের মধ্যে তাহারা খাঁটি আমেরিকান্ বনিয়া যাইবে, অর্থাৎ সংখ্যা ভূয়িষ্ঠ-বিশুদ্ধ আমেরিকান্‌দের রীতি-নীতি আচার ব্যবহার চিন্তাভাব প্রভৃতি, আপনার জ্ঞান করিতে থাকিবে। সে ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ লাতিনস্লাভ জাতীয় ঔপনিবেশিকদের ভরা প্লাবণের সময়ে, একটা সন্দেহ

জাগিতে লাগিল। ইওরোপের মহাসমর বাধিলে এই সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল। আমেরিকান্ জাতির বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে পরস্পর ঐক্য ও সহযোগিতার অভাব অসংয়িতরূপে প্রতিভাত হইয়া পড়িল। সাধারণতঃ একটা ধারণা ছিল যে আমেরিক জাতিটা ইওরোপের নানা জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হইলেও সংমিশ্রণের গুণে নানাত্বটা লোপ পাইয়া জাতিত্বটা বজায় রহিয়া গিয়া ইওরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক অখণ্ড বিরাট জাতীতে পরিণত হইয়াছে। মহাসমর অচিরে স্বদেশ প্রেমিক আমেরিকান্‌দের এই সুখস্বপ্ন নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙ্গিয়া দিল। সহসা দেখা গেল, ইওরোপের সঙ্গে আমেরিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাড়ী নক্ষত্রের যোগ রহিয়াছে, অকস্মাৎ প্রাচীন জগতের সহিত নূতন জগতের বিচিত্র ও বহু সম্বন্ধ বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। চিন্তাশীল বিশেষতঃ বিশুদ্ধ আমেরিকান্‌রা সবিশেষ চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, জার্ম্মান্ আমেরিকান্, ফরাসী আমেরিকান্, ইতালীয় আমেরিকান্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত ঔপনিবেশিকরা অথবা তাহাদের বংশধরেরা সকলে ভূতপূর্ব্ব স্বদেশ ও স্বদেশীদের প্রতি নানা প্রকারে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল।

অবশ্য সহানুভূতি দেখান ছাড়া আর বেশী কিছু হয় নাই, তাহা হইলেও এই যে আমেরিকার অধিবাসী হইয়া পরদেশের প্রতি টান্ ইহাও আমেরিকার রাষ্ট্রীয় কল্যাণের অনুকূল নহে, জাতীয় ঐক্যের দৃঢ়তার পরিচায়ক নহে।

খাঁটি আমেরিকান্‌রা বিবিধ উপায়ে বৈদেশিক ভাবাপন্ন নাগরিককুলকে ধাতে আনিবার প্রয়াস করিতে লাগিল উপনিবেশের প্রাচীন রীতিনীতি তাহাদের উপর চাপাইবার আয়োজন চলিল, ক্যাথলিকদিগকে প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য আন্দোলন স্থুরু হইল, এক কথায় বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত জন সংঘ তাহাদের শত সহস্র বৎসরের পুরুষ পরম্পরাগত বৈশিস্ট একাকালে মুছিয়া ফেলিয়া যাহাতে নির্ব্বিবাদে আমেরিকার আদিম উপনিবেশিকদের অর্থাৎ আংলো সাক্সনদের জাতীয় বিশেষত্ব অপনার করিয়া লয়, তাহার জন্য নানা প্রকারে আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই প্রকারের আন্দোলন মহাসমরের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল।

মহাসমর বাধিলে আমেরিকান্ জাতির ঐক্যের রূপটা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন খাঁটি আমেরিকান্

চমকিত ভীত ও কুপিত হইয়া উঠিল। আমেরিকার প্রাচীনত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রচণ্ড সারা পড়িয়া গেল।

ইওরোপ হইতে উপনিবেশ স্রোত বন্ধ করিবার বিরাট্ আয়োজন চলিতে লাগিল, ইহার ফলে ১৯১৭, ১৯২১ ও ১৯২৪ সালে আমেরিক উপনিবেশ বিধি সমূহ প্রণীত হইল। ভারত, চীন ও জাপানের উপনিবেশিকদের আগমন বন্ধ করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে আইন হইয়া গিয়াছিল। উক্ত তিন বৎসরে যে সব আইন প্রণীত হয়, সে গুলার দ্বারা ইওরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াস্থ রাশিয়ার লোকজনের অবাধ আগমণ বন্ধ হইল। এই আইনে নর্ডিক জাতিদের পক্ষে বাধা হইল না, কারণ আইন এমন কৌশলে তৈয়ারী হইল যে লাতিন স্লাভ দেশ গুলির বাৎসারিক উপনিবেশিক সংখ্যা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। এইরূপে কঠোর আইনের দ্বারা আমেরিকা নিজের বৈশিস্ট রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিল। মহা সমরের আরম্ভে এই বিদেশী বিদ্বেষ উত্তরোত্তর তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রাচীন পন্থীদের আক্রোশটা প্রধান্ ভাবে পড়িল ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ইওরোপের অধিবাসীদের উপর। ইহার কারণ হইতেছে,

প্রথমতঃ উত্তর কাল সমাগত ইতালীয়ান্, গ্রীক্, রাশিয়ান্ প্রভৃতি উপনিবেশিকরা সকলে ধর্ম্মে ক্যাথলিক, এবং তাহাদের অধিকাংশ ছিল শ্রমজীবি সম্প্রদায় ভুক্ত। বহুকাল হইতে ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে, নানাকারণে (যথা শাসনের বিশৃঙ্খলা, শাসন পতির যথেচ্ছাচার) নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়া শ্রমজীবিসম্প্রদায় বিপ্লব ধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থার উপর তাহাদের একটা অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ যে সব বিধিব্যবস্থা শ্রমজীবীদের ও সাধারণ লোকজনদের মতামতের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পায়। সাধারণ তন্ত্র, গোষ্ঠী তন্ত্র, (Communism), সমাজ তন্ত্র, (Socialism) প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় মতবাদ এই সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিশেষ প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল।

এদিকে আমেরিকান্‌রা বাহিরে যত বড় গলা করিয়াই প্রচার করুক না কেন যে তাহাদের রাষ্ট্রীয় নীতি হইতেছে প্রজাতান্ত্রিক, প্রকৃত পক্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ধনিকতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়, কোটিপতিরাই অন্তরালে থাকিয়া রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার প্রকৃতি ও প্রয়োগ নির্দ্ধারণ করে। কাজেই সোশ্যালিজম্ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয়

মতবাদের উপাসক, ইতালিয়ান্, রুশিয়ান্ গ্রীক্ প্রভৃতি মজুরকুল যখন পিল্ পিল্ করিয়া আমেরিকার সহরগুলি ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, এবং প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরাই নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক বৈশিষ্ট বজায় রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন হইতেই ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্বস্তির সাড়া পড়িয়া গেল। মহাসমরের শেষভাগে রুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লব বাধিল, সংগ্রাম রক্তস্রোত ও বিশৃঙ্খলার ধূলিধূসর ভেদ করিয়া সাম্রাট-শাসিত রুশিয়ার পরিবর্ত্তে বল্শেভিজম্ শাসিত রুশিয়া জগতের সম্মুখে প্রকাশমান্ হইল। সেই হইতে আমেরিকায় বিদেশীভীতিটা আর একমাত্রা বর্দ্ধিত হইল, কারণ সোশ্যালিজম্ ও বলশেভিজম্ একই পদার্থের এ পিঠ্ ও ওপিঠ্। তাহার পর বলশেভিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট ও র‍্যাডিক্যালিষ্টদিগকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য বিচার বিভাগ (Department of justice) কিরূপে ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

ভ্যাঞ্জেটির শেষ জবানবন্দী

[নিম্নলিখিত নথিটী গত ফেব্রুয়ারী মাসের Atlantic monthlyতে প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে লণ্ডনের Nation and Athenacum এ ছাপা হয়। এই শেষোক্ত পত্রিকা হইতে নথিটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। নথির প্রকাশক হইতেছেন মিঃ উইলিয়াম জি টম্‌সন্, ইনি সাকো ও ভ্যাঞ্জেটির পক্ষের উকিল ছিলেন, এবং তাহাদের জন্য অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করেন।]

চার্ল্‌স্‌টাউনের সরকারী কারাগারের মৃত্যুগৃহে সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি অবস্থান করিতেছিল। তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল যে রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনতিপরেই তাহাদের জীবনের অবসান হইবে।

সে সময়ে আমি নিউ হ্যাম্পসায়ারে ছিলাম, তথায় ভ্যাঞ্জেটির নিকট হইতে একটা সংবাদ আসিল যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আর একবার আমায় দেখিতে চায়। অবিলম্বে আমার পুত্রকে লইয়া আমি বোস্টন অভিমুখে রওনা হইলাম এবং সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে কারাগারে পৌঁছিলাম, তখনি প্রহরী আমাকে ভ্যাঞ্জেটির নিকট লইয়া

গেল। তথায় তিনটী সেল্ (cell) ছিল। একটীতে মাদিরস্, মাঝেরটিতে সাকো এবং তৃতীয়টীতে ভ্যাঞ্জেটি ছিল। ভ্যাঞ্জেটির সেল্—এ একটা ছোট টেবিল ছিল, আমি যখন প্রবেশ করিলাম তখন সে বোধ হয় লিখিতেছিল। ভ্যাঞ্জেটি আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গরাদগুলার মধ্যকার একটা প্রশস্ততর স্থান দিয়া হাত গলাইয়া আমার হাতটা সাগ্রহে ধরিল। আমাকে জানান হইয়াছিল যে আমি সেলের সম্মুখে চেয়ারে বসিতে পারি কিন্তু মেঝের উপর একটা সোজা দাগ আকা ছিল, সেটা ছাড়াইয়া সেলের নিকট যাইতে পারিব না। আমি উক্ত আদেশ অনুসারে স্থান গ্রহণ করিলাম।

* * * *

আমি ভ্যাঞ্জেটিকে বলিলাম যে যদিও সাক্ষ্য প্রমাণাদির আলোচনা এবং তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত পরিচয়ের দ্বারা তাহার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস উত্তরোত্তর দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, তথাপি আমার ভুল হইতে পারে; আমার বোধ হয় যে, তাহার জীবনের শেষ সময়ে, যখন তাহার রক্ষা পাইবার কোনওরূপ সম্ভাবনা নাই, এই চরম সময়ে তাহার নিজের ও সাকোর নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আর একবার আশ্বাসবাক্য দেওয়া উচিত। ভ্যাঞ্জেটি তখন শান্ত

ও ধীরভাবে বলিল যে উক্ত বিষয়ে আমার উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই ; বলিল যে, সে ও সাকো সাউথ ব্রেণট্রি ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এবং সে ও (ভ্যাঞ্জেটি) ব্রিজ.ওয়াটার সম্বন্ধে সমান নির্দ্দোষ ; অতীত ঘটনারাজির আলোচনা করিয়া সে বুঝিয়াছে যে, আমেরিক্দের বস্তু বিচারনীতি সম্বন্ধে তাহার যে অজ্ঞতা, কিম্বা র‍্যাডিক্যাল ও এক রকম সমাজচ্যুত হওয়ার দরুণ তাহার যে ভয়, এ বিষয়গুলা তাহার বিচারের মধ্যে ধরা হয় নাই, এবং প্রকৃত পক্ষে যে সব প্রমাণের বলে তাহার শাস্তিবিধান হইয়াছে, সে যদি এনার্কিস্ট না হইত তাহা হইলে সে সব প্রমাণে তাহার শাস্তি হইত না, কাজেই সে সত্যসত্যই তাহার ব্রতোর জন্য মরিতেছে। সে বলিল যে এই ব্রতের জন্য সে মরিতে প্রস্তুত। এই ব্রতটা হইতেছে মানবজাতির উন্নতি বিধানের ব্রত, এবং জগৎ হইতে পাশব বলের মূলোৎপাটনের ব্রত। এই কথাগুলা শান্তভাবে, বুঝিয়া সুঝিয়া এবং গভীর আবেগের সহিত সে বলিল, আমি তাহার জন্য যাহা করিয়াছি তজ্জন্য সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। সে তাহার ভগিনী ও পরিবারবর্গের সম্বন্ধে আবেগভরে কথা বলিল। তাহার নাম কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেস্টা করিতে আমাকে অনুরোধ করিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বোডার সহিত আমার বা তাহার কোনও বন্ধুর সাক্ষাৎকারে কিছু লাভ হইবে কিনা। সে বলিল, তাহার মনে হয় লাভ হইবে, বোডাকে সে ভাল করিয়া জানে না, কিন্তু সে সৎ লোক তাহার বিশ্বাস, এবং তাহার মনে হয় সে সম্ভবতঃ কোনরূপ প্রমাণ দর্শাইতে পারে যদ্দ্বারা তাহাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের সহায়তা হইবে।

অতঃপর আমি ভ্যাঞ্জেটিকে বলিলাম যে, আমার অভিলাষ সে তাহার বন্ধুদিগকে আক্রমণ ও হত্যাদির দ্বারা প্রতিশোধ লইবার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়া এক প্রকাশ্য জবানবন্দী বাহির করে। আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমার ইতিহাস জ্ঞান অনুসারে, আঘাতের পর প্রতিঘাত আসিতে থাকিলে সত্যপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খুব অল্প। আমি বলিলাম যে, আর সে ভাল করিয়াই জানে, তাহার মতাবলী অথবা তাহার জীবনযাত্রানীতির সহিত আমার সহানুভূতি নাই ; কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, যে লোক পরার্থপর নীতি অনুসারে স্বীয় জীবন পরিচালিত করে এবং সেই নীতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে আমি শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি বলিলাম যে, আমি যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকি, এবং তাহার মত যদি সত্য হয়, তবে হিংসা-

মূলক প্রতিশোধের দ্বারা যে দ্বেষ ও ভয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে জগৎ কর্ত্তৃক সে সত্য গ্রহণে যতটা বিঘ্ন জন্মিবে এতটা আর কিছুতেই হইবে না। ভ্যাঞ্জেটি উত্তরে বলিল যে, তাহার উপর যে সব নির্দ্দয় ব্যবহারের অনুষ্ঠান হইয়াছে তজ্জন্য সে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিহিংসা চাহে না; কিন্তু সে বলিল যে, তাহার ইতিহাস জ্ঞান অনুসারে মানব-জাতির হিতার্থ প্রত্যেক মহৎ ব্রতকেই দুর্গরক্ষিত শক্তি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইয়াছে এবং এই কারণেই, আমি তাহার বন্ধু-দিগকে যে প্রকার পরামর্শ দিতে বলিয়াছিলাম তদ্রুপ পরামর্শ দিতে সে অক্ষম। সে আরও বলিল যে, এই প্রকার সংগ্রামে সে স্ত্রীলোক এবং শিশুদের কোনওরূপ অনিষ্ট করার একান্ত বিরুদ্ধে। সে সাত বৎসরব্যাপী আশা ও আশঙ্কা পূর্ণ কারাবাসের নৃশংসতার কথা আমাকে স্মরণ করিয়া দেখিতে বলিল। * * * * * সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে জজ্ (থেইয়ার) তাহার সম্মুখস্থ বিচারাধীন ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া "অরাজকতাবাদী জারজ" বলিতে পারে, সে জজ্‌কে কোনও স্পষ্টবাদী ব্যক্তি কি প্রকারে ন্যায়পরায়ণ বলিতে পারে, এবং তাহার ও সাকোর উপর যে সব সূক্ষ্ম নৃশংস-

তার অনুষ্ঠান হইয়াছে সে সব নৃশংসতার কি আমার মতে বিনা শাস্তিতে নিষ্কৃতি পাওয়া উচিত ?

আমি উত্তর করিলাম যে, সে ভাল করিয়াই জানে ওসব বিষয়ে আমার মতামত কি, কিন্তু আমি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম তাহার যুক্তি সে প্রসঙ্গকে স্পর্শ করে নাই। সে প্রসঙ্গটা হইতেছে, ব্যক্তিবিশেষদের শাস্তি দেওয়ার অপেক্ষা সে নিজের মতের প্রচার সমধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে কিনা।

আমার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়া ভ্যাঞ্জেটি, অতঃপর, মানব সমাজের উন্নতির জন্য জগতে অন্যান্য যে সব বড় বড় আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে, সে সবের উদ্ভব, গোড়াকার সংগ্রাম ও বিস্তৃতির কথা বলিতে লাগিল। সে বলিল যে, পরহিতার্থ সব বৃহৎ আন্দোলনই কোনও না কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু পরে জনসাধারণের অজ্ঞতায় ও স্বার্থপরতায় বিপরীতার্থ ও বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছে। সে বলিল যে যে সব বৃহৎ আন্দোলনগুলা রক্ষণশীল আচার, গতানুগতিক মতবাদ, বহুকালের প্রতিষ্ঠান ও মানবের স্বার্থে আঘাত করিয়াছে, সে সব আন্দোলনকে প্রথম প্রথম বল ও উৎপীড়নের দ্বারা বাধা দেওয়া হইয়াছে। সে সক্রেতিস্,

গ্যালিলিয়ো, গিওরদানো ব্রুনো এবং অন্যান্য ইতালীয় ও রুশদের নামের উল্লেখ করিল। তৎপরে সে ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিল যে, ক্রিশ্চান্ ধর্ম্ম সরলতা ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়া জীবন আরম্ভ করে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে নিঃশব্দে সাম্প্রদায়িকতা ও উৎপীড়নের অভিমুখে প্রয়াণ করে। আমি বলিলাম আমার মনে হয় না যে, ক্রিশ্চান্ ধর্ম্মের গতি দেশাচার ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে, বরঞ্চ এখনও ক্রিশ্চানধর্ম্ম হাজার হাজার সরল প্রাণ নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে, এবং ঈশা যে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়ও শত্রু, উৎপীড়ক ও নিন্দাকারীদের ক্ষমা করিয়া নিজের মতের উপর অগাধ বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন, তাহাই হইতেছে সে শ্রদ্ধার মুল কারণ।

এইবার সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে এই একবার এবং সর্ব্বপ্রথম, ভ্যাঞ্জেটি তাহার শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করিল। সে জ্বলন্ত ভাষায় নিজের দুঃখ কষ্টের কথা বলিল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, যাহারা তাহাকে সাতবৎসর ব্যাপী অবর্ণনীয় দূরবস্থার মধ্যে উৎপাড়িত করিয়াছে ও যন্ত্রণা দিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া আমি মনে করি কিনা। আমি বলিলাম সে জানে তাহার দুঃখে আমি

কত গভীরভাবে দুঃখী, এবং তাহার মত অবস্থায় পড়িলে আমারও যে তাহার মত মনের ভাব হইত না তাহা বলিতে পারিনা ; কিন্তু আমি তাহাকে বলিলাম যে, তাহাকে আমি তাহার ও আমার অপেক্ষা অনন্তগুণে মহৎ একজনের জীবনের কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছি, এবং ঘৃণা ও প্রতিশোধের শক্তি অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ এক শক্তির কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছি। আমি বলিলাম যে, আখেরে জগৎ যে শক্তির আহ্বানে সাড়া দিবে সে শক্তি হইতেছে ভালবাসার শক্তি ঘৃণার নহে, এবং তাহাকে যে আমি তাহার শত্রুদের ক্ষমা করিবার কথা বলিতেছি সে তাহার শত্রুদের জন্য নহে। কিন্তু তাহার নিজের মনের শান্তির জন্য, আর এইজন্য যে, এই ক্ষমার দৃষ্টান্তে তাহার ব্রতের দিকে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণে যেমন সহায়তা হইবে, অন্য কিছুতে তেমন হইবে না।

আমাদের কথোপকথনে আর একবার বাঁধা পড়িল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং আমরা পরস্পরের দিকে এক মিনিট কি দুই মিনিট ধরিয়া নীরবে তাকাইয়া রহিলাম। ভ্যাঞ্জেটি অবশেষে বলিল যে সে আমার কথা ভাবিয়া দেখিবে।

অতঃপর আমি ব্যক্তিগত অমরতার কথা পাড়িলাম, এবং বলিলাম যে, যদিও অমরতায় বিশ্বাস করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার আমি বুঝি বলিয়াই মনে করি, তত্রাচ দৃঢ়বিশ্বাস যে যদি ব্যক্তিগত অমরতা বলিয়া কিছু থাকে তাহা হইলে সে তাহা ভোগ করিবার আশা করিতে পারে। এই উক্তি সে নীরবে শুনিয়া গেল।

তাহার পর সে সমাজের বর্ত্তমান কুব্যবস্থার প্রসঙ্গের পুনরবতারণা ক্রমে বলিল যে, বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার গলদ হইতেছে এই যে, এই ব্যবস্থায় যে সব লোক দক্ষতা বা আর্থিক অবস্থা হেতু শক্তিমান্ তাহারা সরলচিত্ত ও ভাবুক লোকদিগকে উৎপীড়িত করিবার সুযোগ পায়, এবং তাহার আশঙ্কা হয় যে, যে স্বার্থপরতা বর্ত্তমান্ সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ এবং যাহার দ্বারা অল্প কয়েক জন ব্যক্তি অন্যান্য বহুজনকে শোষণ করিবার উপায় এই ব্যবস্থা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, সেই স্বার্থপরতাকে দূর করিতে হইলে শারীরিক বলপ্রয়োগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

কথোপকথনের সারাক্ষণ যে চিন্তাটা ভ্যাঞ্জেটির মনে প্রধানরূপে বিরাজ করিতেছিল সেটা হইতেছে, মানব জাতির কল্যাণ সাধন জন্য যে সব কল্পনারাজিতে সে

বিশ্বাস করিত সে সবের সত্যতা ও সে সবের প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা। তাহার কথাবার্ত্তা গোঁড়ার মত হয় নাই। যদিও নিজের মতের সত্যতায় সে নিরতিশয় নিঃসন্দিগ্ধ ছিল, তথাপি যে নিজের মতের বিরুদ্ধ মতামত ধীরতা ও বুদ্ধিপূর্ব্বক শুনিবার ক্ষমতা তাহার ছিল। তাহার সম্বন্ধে যে ধারণাটা গত তিন বৎসর ধরিয়া আমার মনে পাকা হইয়া উঠিতেছিল, এই শেষ দৃশ্যে সে ধারণাটা দৃঢ়ীভূত ও সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সে ধারণাটা এই যে, ভ্যাঞ্জেটি মানুষটা হইতেছে শক্তিশালী মনের অধিকারী, পরার্থপর, পরিণতচরিত্র ও উচ্চভাবের অনুরক্ত। আসন্ন মরণের চিন্তায় তাহাতে কোনওরূপ অবসাদ বা ভীতির চিহ্ন দেখা গেল না। বিদায়ের সময় সে দৃঢ়ভাবে আমার হাত ধরিল এবং আমার প্রতি নিষ্কম্প দৃষ্টিপাত করিল, তাহাতে নির্ভুল ভাবে তাহার অনুভূতির গভীরতা ও আত্মসংযমের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইল।

তৎপরে আমি সাকোর দিকে ফিরিলাম, সে পার্শ্ববর্ত্তী সেল্ এ ঝুলন্ত বিছানায় শুইয়া ছিল। সাকোর সহিত আমার কথা হইল সংক্ষিপ্ত। সে বিছানা হইতে উঠিল, আমাদের মধ্যে পূর্ব্বে যে সব মতবৈলক্ষণ্য হইয়াছিল

আবেগ ভরে সে সবের উল্লেখ করিল, বলিল তাহার বিশ্বাস আমাদের মতের পার্থক্য আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ক্ষুন্ন করে নাই, তাহার জন্য আমি যাহা করিয়াছি তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিল, কোনওরূপ ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিল না, আমার সহিত দৃঢ়ভাবে করকম্পান করিল, এবং আমাকে বিদায় অভিনন্দন দিল। তাহারও ব্যবহারে অবিমিশ্র নিষ্ঠা পরিস্ফুট হইল।

পরিশিষ্ট।

সংবাদ পত্রের অভিমত।

যুক্ত রাষ্ট্রের বোষ্টন সহরের সংবাদ পত্র বোষ্টন হেরাল্ডে, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এ অক্টোবর যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, নিম্নে তাহার কতক কতক অংশের অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। :—

আমাদের মতে নিকোলা সাক্কো ও বার্তোলো সিও ভ্যাঞ্জেটিকে, ১৯২১ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের জুরীর মতের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত হয় নাই। আমরা জানিনা ইহারা দোষী কি নির্দ্দোষী। তাহারা যে অপরিপক্ক মতবাদের উপাসক তাহার সহিত আমাদের কোনও সহানুভূতি নাই। কিন্তু যখন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল তথাপি এই মামলা সম্পর্কে বিরাট্ বাক্‌বিতণ্ডার অবসান হইল না, আমাদের সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হইল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা আমাদের গোড়াকার মতামত পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা আশা করি যে সুপ্রীম্ জুডিশিয়াল কোর্ট (প্রেক্ষণ বিচারালয়) প্রকাশ্য আদালতে

যে সব নূতন সাক্ষ্য গুলা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হয় নাই সেই সাক্ষ্য রাজির জোরে, নূতন করিয়া বিচারের অনুমতি দিবেন। আমরা আশা করি গর্ভণর (মাসাচুসেট রাজ্যের) সিলেস্তিনো মাদিরসের প্রাণদণ্ড আরও কিছু দিন স্থগিত রাখিবেন, যাহাতে তাহার স্বীকারোক্তি প্রকাশ্য আদালতে প্রচারিত হইবার সুবিধা হয়। * * *

* * * * *

জজ্ ওয়েব্‌স্টার থেইয়ার, যিনি আদি বিচারের বিচারক ছিলেন, তিনি নূতন বিচারের আবেদন অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে যে নিষ্পত্তি লিখিয়াছেন সে নিষ্পত্তির আগা-গোড়া আমরা পড়িয়াছি, এবং বলিতে বাধ্য হইতেছি যে নিষ্পত্তিটায় মধ্যস্থের অপেক্ষা পক্ষসমর্থকের সুরটাই প্রবল। * * *

* * * * *

আমাদের বিণীত নিবেদন এই যে বিচার বিভাগের ফাইলে (files) যদি এমন কোনও সাক্ষ্য থাকে যাহার সহিত এই মামলার কোনও প্রকারের সম্পর্ক আছে, তাহা হইলে সে সাক্ষ্য প্রকাশ্য আদালতে পরীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য অথবা ইউনাইটেড্ স্টেটস্ এটর্ণি জেনারেল কর্ত্তৃক অন্তরালে পরীক্ষিত হইয়া, তাহার কর্ত্তৃক তৎ-

সম্বন্ধে রিপোর্ট দেওয়া বিধেয়। এই ব্যাপারটা মামলাটার চরম নিষ্পত্তি হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই হওয়া কর্ত্তব্য। ফাইলে (files) কি আছে না আছে জানিনা। মিঃ ওয়েইয়াণ্ড তাঁহার এফিডেভিটে (afidavit) বলিয়াছিলেন, বিচার বিভাগের লোকজন জিলা এটর্ণি এই উভয়ের পরস্পর সহযোগীতার ফলে সাক্কো ভ্যাঞ্জেটির দণ্ডবিধান হইল। এ কথা সত্য কি না জানিনা, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সহকারীতা যে ছিল এ কথা অমরা জানি ; বিচার বিভাগ এবং এটর্ণি উভয়ে একমত হইয়া সাক্কো যে সেলে (ক্ষুদ্র কুঠরি) আবদ্ধ ছিল তাহার পাশের সেলে একজন গুপ্তচর রাখিয়াছিলেন, এ কথা বাদীপক্ষ আদলতে স্বীকার করেন

তারপর মাদিরস্ সম্বন্ধেঃ সত্য বটে মাদিরস্ একজন দাগাবাজ্ পুরাণ পাপী এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহার স্বীকারোক্তির একাংশে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করিলেন। তাহার নিজের জীবনসংশয়ের ক্ষেত্রে তাহারই বিরুদ্ধে তাহার সাক্ষ্য অপর দুইজন প্রাণসংশয়িত ব্যক্তির লক্ষ্য হইতে প্রদান করা যাইতেছে। আমরা বলি যে, মাদিরস্ প্রকাশ্য আদালতে জজ্ ও জুরীর সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া দাড়াক্,

এবং তাহাকে পরীক্ষা ও জেরা করা হউক। সে মিথ্যা কথা বলিতে পারে, কিন্তু এ স্থলে জজ্ কি মতামত প্রকাশ করিবেন না করিবেন তাহা বিচার্য্য নহে, জুরী কি মতামত দেয় তাহাই দেখিবার বিষয়। প্রশ্নটা হইতেছে—নূতন সাক্ষ্যের দ্বারা জুরীর লক্ষ্যে কি কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সহায়তা হইবে?

ষ্টেট্ পুলীশের ক্যাপ্টেন্ প্রকুটর বিচারের পর যে এভিডেভিট্ (afidavit) দাখিল করেন, তাহার দ্বারা জুরীর রায়ের উপর সন্দেহ আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠ-গড়ায় (প্রকুটর যখন কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বিশেষ রূপে সাক্ষ্য দেন) বিশেষ রূপে সাক্ষ্য প্রদান কালে প্রকুটরের সাক্ষ্যের তাৎপর্য্য জজ্ ও জুরী এইরূপ ধরিয়া লয়েন যে মারাত্মক বুলেটটা সাক্কোর পিস্তল হইতে নির্গত হইয়াছিল। নথীপত্র উত্তমরূপ পরীক্ষার ফলে অনেক মজার তথ্য বাহির হইয়াছে। সাক্ষ্য দিতে উঠিলে কাপ্তেন প্রকুটর কে সোজা প্রশ্ন করা হয় নাই এবং ক্যাপ্তেন প্রকুটরও সোজা উত্তর দেন নাই। এভিডেভিটে কাপ্তেন প্রকুটর বলেন যে, যাহাতে সোজা প্রশ্নের উত্তর এড়াইতে পারা যায় তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই কৌশল খাটান হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরে বুঝাইয়াছিল যে

তাহার বিশ্বাস বুলেট্‌টা সেই অস্ত্র হইতে আসিয়াছিল। তখন উক্ত ধারণায় প্রচারে কোনও বাধা প্রকটর দেন নাই * * * * কিন্তু তাঁহার এভিডেভিটে উক্ত সাক্ষ্যের বিপরীত কথা প্রমাণ হয়। যখন সুপ্রীম কোর্ট এই ব্যাপারটি লইয়া আলোচনা করে তখন এমন কোনও মত প্রকাশ করে নাই, দণ্ড বিধান করাইবার জন্য দ্ব্যর্থাত্মক প্রশ্ন করা হইয়াছিল কি না। কোর্ট কেবল বলিল যে বিচারকারী বিচারক স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন যে এরূপ কোন প্রাক্ পরামর্শ হয় নাই, এবং সুপ্রীম কোর্ট আইনতঃ বিচারকারী জজের রায় নাকচ করিতে পারে না।

এই সব অন্যান্য কারণেও আমরা আশা করি, নূতন বিচারের প্রার্থনা মজুরের জন্য আমাদের আইন ভাণ্ডারে উপায়ের অনাটন হইবে না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, নূতন বিচারের জন্য যে আবেদন করা হইতেছে তাহা নূতন সাক্ষ্যের বলে এবং এই সাক্ষ্য পূর্ব্বে সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। * * * * * যদি নূতন বিচারের ফলে প্রতিবাদীরা পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বের বিচারের নিষ্পত্তি অনুসারে আমরা যদি প্রাণদণ্ড বিধানে অগ্রসর

হই, তদপেক্ষা আমরা সহস্র গুণে নিশ্চিন্ত হইব, এই মামলার সম্বন্ধে ধীর ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন এমন অনেকের মনে যে সন্দেহের ছায়া বিরাজ করিতেছে তাহা অন্তর্হিত হইবে। যদি দ্বিতীয় বার বিচারের ফলে সাক্কো ও ভ্যাঞ্জেটী নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষিত হয় তাহা হইলে সকলেই এই ভাবিয়া হৃষ্ট হইবে যে কোনও রূপ প্রচণ্ড অবিচারের অনুষ্ঠান হয় নাই। আমরা আমাদের এই সব মতামত, বাদীদের ব্যক্তিত্বের সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক বিরহিত হইয়াই ব্যক্ত করিতেছি। যে র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্ (Radicalism) লইয়া ১৯২১ সালে এই হৈচৈ হইয়াছিল তাহার সহিতও আমাদের মতামতের কোনও সম্বন্ধ নাই।

সমাপ্ত